CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-292 ■ 1 Augest, 2025 ■ আগরতলা ১ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সার নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বিক্ষোভ দেখাবে ইন্ডি জোট

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ।। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং ইন্ডি জোটের শীর্ষ নেতারা আগামী বুধবার নির্বাচন কমিশন (ইসি)-র সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিহারে চলমান ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (সার) প্রক্রিয়ার প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর যৌথ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটার তালিকা থেকে গণহারে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায় এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী দলগুলি। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই সারা দেশে 'সার' প্রক্রিয়া চালু করার কথা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারতের অর্থনীতি 'মৃত'

ট্রাম্পের মন্তব্যকে সমর্থন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ।। ভারতীয় অর্থনীতি "মৃত", মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে সমর্থন জানালেন কংগ্রেস নেতা ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর দাবি, ট্রাম্প যা বলেছেন, তা সত্যি। প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী ছাড়া সবাই জানে ভারতের অর্থনীতি মৃত। আমি খুশি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন।

রাহুলের এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন এবং ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেছেন। ট্রাম্পের কথায়, ভারত এবং রাশিয়া উভয়ই এখন "মৃত অর্থনীতি"।

রাহুল গান্ধী বলেন, শুধুমাত্র আদানির স্বার্থরক্ষায় বিজেপি সরকার ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি আদানির জন্যই কাজ করেন, দেশের জন্য নয়। এই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি হোক বা অন্য কিছু, মোদি ঠিক ট্রাম্প যা বলবেন তাই করবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ ভারতের সামনে আসল সমস্যা হচ্ছে, এই সরকার আমাদের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ওরা দেশটাকে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে।

ট্রাম্পের ধারাবাহিক অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাহুল। তিনি বলেন, ট্রাম্প বারবার বলছেন তিনি যুদ্ধবিরতি করেছেন, পাঁচটি ভারতীয় জেট ভেঙে পড়েছে, এখন তিনি ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপাবেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদি চুপ কেন? উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কে চালাচ্ছে দেশটা?

বিশ্লেষকদের মতে, রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে। একইসঙ্গে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ও অর্থনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশও অনেকাংশে এই বিতর্কের ওপর নির্ভর করছে।

রাহুলের মন্তব্য জাতির প্রতি লজ্জাজনক অবমাননা ঃ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ।। ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের "মৃত" মন্তব্যে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। রাহুলের মন্তব্যকে "জাতির প্রতি লজ্জাজনক অবমাননা" বলে অভিহিত করেছে শাসক দল।

রাহুলের মন্তব্য ঘিরে বিজেপির নেতারা একে একে প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকেন। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, রাহুল গান্ধী অতি নিম্নস্তরে নেমে গেছেন। এটা কেবল রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, ১৪০ কোটি ভারতীয়ের প্রয়াস ও অর্জনের উপর সরাসরি আঘাত। তিনি জানান, আসলে মৃত কিছু থাকলে, সেটা রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও উত্তরাধিকার। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সাম্বিত পাত্র এক্স-এ লিখেছেন, বিশ্ব যখন ভারতের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, রাহুল গান্ধী তখন সেটিকে অপমান করছেন। আইএমএফ ভারতের বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৯ করেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারতকে 'অসাধারণ বৃদ্ধির গল্প' বলেছে। পিএমআই ১৭.৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পাত্র প্রশ্ন তোলেন, রাহুল গান্ধী আসলে কার পক্ষে কথা বলছেন?

অনুরাগ ঠাকুর বলেন, বিশ্বে কেউ যদি ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলে, রাহুল সেটাই তুলে ধরেন। এটা এখন ওঁর মানসিকতা হয়ে গেছে। কর্ণাটক বিজেপি ইউনিট রাহুলের এক্স পোস্ট রি-শেয়ার করে লেখেছে, মৃত অর্থনীতি নয় ভাই, মৃত হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। আপনার সেই ঠোঁটের হালকা হাসি লুকোচ্ছে না, বরং জাতির প্রতি আপনার ঘৃণাকে আরও স্পষ্ট করছে। প্রদীপ ভাণ্ডারী বলেন, ভারতের অর্থনীতিকে 'মৃত' বলার মাধ্যমে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব গোয়েলের

ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতি হবে

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ।। ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান অর্থনীতি এবং অচিরেই জিডিপি আকারে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মৃত অর্থনীতি' সংক্রান্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এই বক্তব্য দেন তিনি। গোয়েল বলেন, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে উঠে এসে পঞ্চম স্থানে পৌঁছেছে। আর খুব শীঘ্রই আমরা তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যাব। তিনি আরও বলেন, এক দশক আগেও ভারত 'ফ্র্যাজাইল ফাইভ'-এর অংশ ছিল। কিন্তু আজ আমরা বিশ্বের প্রথম পাঁচটি বৃহত্তম অর্থনীতির একটি। আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কার, কৃষক, উদ্যোক্তা ও এমএসএমই খাতের কঠোর পরিশ্রমের জন্য এটি সম্ভব হয়েছে। বুধবার ট্রুথ সোশ্যাল-এ ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, আমার তাতে কিছু যায় আসে না ভারত রাশিয়ার সঙ্গে কী করছে। তারা চাইলে একসাথে তাদের মৃত অর্থনীতিগুলো ডুবিয়ে ফেলতে পারে। ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য অনেক কম, তাদের ট্যারিফ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম উচ্চ। রাশিয়ার সঙ্গেও আমাদের প্রায় কোনও বাণিজ্য নেই। এটা যেমন চলছে, তেমনই থাকুক। আর মেদভেদেভ, যে নিজেকে এখনও রাষ্ট্রপতি ভাবে, তাকে বলা উচিত, সে খুব বিপজ্জনক পথে হাঁটছে। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের এমন মন্তব্যকে 'অবমাননাকর' বলেই মনে করছেন অনেকেই। বিশ্বব্যাপী আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত যে স্থিতিশীলভাবে উন্নতি করছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার প্রভাব বাড়ছে, তা একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টেই উঠে এসেছে। পীযূষ গোয়েল তাঁর বক্তব্যে সেই দিকটিই তুলে ধরেছেন। ট্রাম্পের কটাক্ষের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের দৃঢ় প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। গোয়েলের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক পাল্টা জবাব নয়, একইসঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিফলনও বটে।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫ ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই।। উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫-এর প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কমিশনের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়েছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রধান সমাজপতিদের সুবিধা প্রদানে সংশোধনীর অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্য মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আজ জনজাতি সমাজপতিদের মাসিক সাম্মানিক ভাতা ২,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজপতিদের মাসিক সাম্মানিক ভাতা প্রদানের জন্য যে নীতি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা রাজ্যের বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এজন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকগণ হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা। তাদের অবস্থার উন্নতি হলে রাজ্য তথা দেশ এগিয়ে যাবে। আজ মোহনপুর ব্লকের ঈশানপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নন্দলাল দাস পাড়ায় শ্রী পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধান রোপনের সূচনা করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পর থেকেই কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে ভারত চাল উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চাল রপ্তানীতে রয়েছে এক নম্বর স্থানে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায়ও কৃষকদের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ধান চাষের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ১৫ লক্ষ কানি জমিতে বছরে ধান চাষ হয়। এর মধ্যে ৮৭ হাজার কানি জমিতে আউস ধানের চাষ করা হয়েছে। ৯ লক্ষ ১৮ হাজার কানি জমিতে চাষ হয়েছে আমন ধানের। ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার কানি জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হয়েছে। এছাড়া ৮৫ হাজার কানি জমিতে জুম চাষ করা হয়। তিনি বলেন, রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে এ মুহূর্তে ৩০টি ব্লক খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ৮টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাজ্যে ধানের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কৃষকগণ শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে প্রতি কানিতে ৮০ কেজি বেশি ধান উৎপাদন করতে পারবেন। শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ধানের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পার্টি অফিসের মাধ্যমে চাকরি বিলি হতো বাম আমলে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পার্টি অফিসের মাধ্যমে চাকরি বিলি করতো বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি প্রদান করছে।

জাতীয় ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল), নার্সিং অফিসার ও কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের দুদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক প্রশিক্ষন কার্যক্রমে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে কৈলাশহর ও বিশালগড়ের জন্য দুটি ভ্রাম্যমান রক্ত সংগ্রহ পরিবহন ভ্যানের ফ্ল্যাগ অফ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা বিভাজনের নীতিতে বিশ্বাস করি না। যারা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ব্যবস্থায় ছিল তারা এই ধরনের বিভেদ নীতি অনুসরণ করেছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চাকরি বিতরণের অভিযোগ তুলেছেন, তবে এই অভিযোগটি কিসের ভিত্তিতে রয়েছে? তাদের আমলে পার্টি অফিস থেকেই এই কাজ করা হয়েছিল। আমরা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯,০০০ এর অধিক চাকরি প্রদান করেছি। এই স্বচ্ছ নিয়োগ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ৩১ জুলাই।। ফের রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয়রা। করবুক মহকুমার অন্তর্গত যতনবাড়ি লেভাছড়া সূত্রধর পাড়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বার বার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যার ফলে নিত্য দুর্ভোগের শিকার হন স্থানীয়রা। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষুব্ধ হয়ে অমরপুর করবুক সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় মহিলারা। এদিকে এই অবরোধের ফলে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ফের হামলা, জম্পুইজলা সভায় দুষ্কৃতিদের আক্রমণে আহত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই।। আশারামবাড়ির পর এবার জম্পুইজলায় বিজেপির সভায় আক্রমণ চালালো দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে মোতায়ন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। শাসকদলের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে বিজেপি নেতা বিপিন দেববর্মা জানিয়েছেন, আগামী ৯ আগস্ট আগরতলায় জনজাতি সমাবেশ রয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মন্ডলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আজ টাকারজলা মন্ডলের উদ্যোগে জম্পুইজলা বাজারে এক বাজার সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে। সেই সভায় যোগ দিতে আসা বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। বর্তমানে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

তিনি আরো জানান, জম্পুইজলার বিভিন্ন এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা জড়ো হয়ে বিজেপি সমর্থকদের সভায় আসতে বাধা দান করছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিপিন দেববর্মা, তাঁর কথায়, এডিসি এলাকায় অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে সভা করতে দেওয়া হচ্ছে না। নাম না করে এই ঘটনার জন্যেও তিপ্রা মথাকেই দায়ী করেছেন তিনি। এডিসি এলাকায় বিজেপির

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দ্রুতগামী ইনোভার, মৃত চার

দুর্ঘটনাস্থল চিরাকুটি পরিদর্শন ডিআইজি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই।। চিরাকুটীতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন চারজন ব্যক্তি। গতকাল রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ কুমারঘাটের দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ইনোভা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটে দুর্ঘটনাটি। আজ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন ডিআইজি নর্দান রতি রঞ্জন দেবনাথ।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ভগবাননগর এলাকার সাজাদ আলী (চালক ও গাড়ির মালিক), আক্তার আলী ও বনবীর শব্দকর। অপরজন টিএসআর কর্মী মিলন দেববর্মা, যাঁর বাড়ি খোয়াই জেলায়।প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানান, পুলিশের গাড়ির একটি চাকা খারাপ হওয়ায় টিএসআর জওয়ানরা তা পাল্টাচ্ছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতির ইনোভা গাড়িটি প্রথমে মিলন দেববর্মাকে ধাক্কা মারে এবং পরে পুলিশের গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। আহতদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা চারজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এত রাতে গাড়িটি কেন এত দ্রুতগতিতে চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। গাড়িটি কোনো অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

আজ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন ডিআইজি নর্দান রতি রঞ্জন দেবনাথ। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় ডিআইজি নর্দান রতি রঞ্জন দেবনাথের সাথে ছিলেন কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, কৈলাসহর থানার ওসি তাপস

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যাত্রাপুরে উদ্ধার কোটি টাকার ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ জুলাই।। গতকাল ভোর রাতে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বাঁশপুকুর এলাকায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও বিএসএফ। অভিযানে প্রায় ১৪,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে।

অভিযানটি পরিচালনা করেন যাত্রাপুর থানার ওসি সিতিকান্ত বর্ধন ও সংশ্লিষ্ট বিএসএফ ক্যাম্পের আধিকারিকেরা। তাছাড়া, সন্দেহভাজন একটি গাড়িকে আটক করা হয়েছে। যার উপর কোনও বৈধ নম্বর প্লেট ছিল না।

যেটি চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে ধারনা। সচেতন নাগরিক মহল পুলিশের এই সফল অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে জানিয়েছে, যাত্রাপুর থানার ওসি হিসেবে সিতিকান্ত বর্ধনের এটি প্রথম বড় সাফল্য।এদিকে, জব্দ গাড়িটির কোনও বৈধ নথি বা নম্বর না থাকায়, এর মাধ্যমে আরও বড় কোনও চক্র জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বিএসএফ।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।।

মাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই।। মাকে সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব লেখেন, আজকের দিনটি আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মায়ের পাশাপাশি যশস্বী এবং বিশ্ব প্রসিদ্ধ নেতা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জির সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি আরও লেখেন, প্রতিবারই প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং দেশের প্রতি উনার উৎসর্গতা আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এক আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শক্তি পাই। প্রধানমন্ত্রীর এই অন্তরঙ্গ পরিবার ভাবনার জন্য আমি আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১৫ শ্রাবণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ট্রাম্পের দ্বিমুখী কৌশল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি এক বিস্ময়কর বাণিজ্যিক ঘোষণা দিয়াছেন। একদিকে তিনি ভারতের জন্য ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং জরিমানার ঘোষণায় বন্ধু বেশে চাপে ফেলার কৌশল নিয়াছেন। অপরদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে তেল সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। ট্রাম্পের এই দ্বিমুখী কৌশল দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিতে চলিতেছে বলেই মনে হইতেছে।

একথা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই, ভারতের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণা খুবই উদ্বেগজনক। তাঁর মতে, আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ অবাধ হইলেও, ভারত তার বাজারে মার্কিন পণ্যের প্রবেশে শুল্ক ও বিধিনিষেধ অধিক আরোপ করিয়া রাখিয়াছে। এই অভিযোগ নতুন নহে, তবে ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া ঘোষণা ইহাকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়া আসিয়াছে। তার সাম্প্রতিক ঘোষণায় স্পষ্ট, যদি ভারত মার্কিন পণ্যের ক্ষেত্রে বাজার উন্মুক্ত না করে, তবে ২৫ আমদানি শুল্কের বোঝা বইতে হইবে। ভাবিবার বিষয় হইল, এমন এক সময়ে এই হুমকি আসিল, যখন বিশ্ব জুড়িয়া অর্থনীতি স্থিতিশীল নহে এবং ভারত-আমেরিকা কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হইতেছিল।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি আরও গভীর কূটনৈতিক বার্তা বহন করিতেছে। ট্রাম্পের মতে, পাকিস্তানের বিশাল তেল মজুতকে ঘিরিয়া একটি যৌথ উন্নয়ন প্রকল্পে উভয় দেশ সম্মত হইয়াছে। তাহার নেতৃত্বে থাকিবে একটি মার্কিন তেল কোম্পানি। এই ঘোষণা এমন এক সময়ে আসিয়াছে, যখন পাকিস্তানের অর্থনীতি ধুঁকছে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য তাঁহারা মরিয়া। ট্রাম্প ইহাও বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এই তেল ভারতেও রপ্তানি হইতে পারে। ইহা একদিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইঙ্গিত হইলেও, অন্যদিকে ভারতকে চাপের মুখে ফেলিবার কৌশল তাহা সহজেই স্পষ্ট।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ট্রাম্পের এই ঘোষণাগুলির নেপথ্যে কী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে? একদিকে ভারতে শুল্ক চাপাইয়া তিনি নিজ দেশের উৎপাদকদের খুশি রাখিতে চাইতেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দক্ষিণ এশিয়ার শক্তির ভারসাম্যকে নাড়া দিতেছেন। ইহা যে নিছক বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নহে, তাহা তাঁর ভাষ্যেই স্পষ্ট। কারণ তিনি বারবার বলিতেছেন, আবারও আমেরিকাকে মহান করিবেন।

এহেন কঠিন অবস্থায় ভারতের উচিত হইবে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দুই দিক দিয়াই পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিবার। এখন প্রশ্ন শুধু আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য নহে, বরং দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাও। পাকিস্তান-আমেরিকা জোট যদি শক্তিশালী হওয়া উঠে, তাহা হইলে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ভিন্ন মাত্রায় বিবেচনা জরুরি।

সবশেষে বলিতেই হয়, ট্রাম্পের ঘোষণা ভারতের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখন দেখিবার বিষয় হইল, ভারত কেমনভাবে তার কৌশল সাজাইবে। কারণ এই লড়াই শুধু পণ্যের দাম নহে, প্রভাবের প্রতিযোগিতাও বটে।

ইরানের তেল ক্রয়ের জন্য ৬টি ভারতীয় কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

নতুন দিল্লি, ৩১ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার ২০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে ৬টি ভারতীয় কোম্পানিও রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞাগুলি ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের কারণে আরোপ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ভারতীয় কোম্পানিগুলি, ইরান থেকে তেল, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানি করছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞাগুলোর লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ইরানি শাসনব্যবস্থা এই আয়ের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন করে এবং নিজের জনগণের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানান, 'ইরানি শাসনব্যবস্থা তার স্থিতিশীলতাহীন কার্যক্রম সমর্থন করতে এই অর্থ ব্যবহার করছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা ইরানী শাসনব্যবস্থার জন্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থ সরবরাহ করা এবং তাদের জনগণের প্রতি দমননীতি বন্ধ করতে চেষ্টা করছি।'

এবারের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার মধ্যে ৬টি ভারতীয় কোম্পানির নাম উঠে এসেছে, যাদের বিরুদ্ধে ইরানি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানির অভিযোগ রয়েছে। এই ছয়টি কোম্পানি হলো: আলকেমিক্যাল সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যালস লিমিটেড, জুপিটার ডাই কেম প্রাইভেট লিমিটেড, রামনিকলাল এস গোসালিয়া অ্যান্ড কোম্পানি, পারসিস্টেন্ট পেট্রোকেম প্রাইভেট লিমিটেড এবং কঞ্চন পলিমার্স।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৬টি ভারতীয় কোম্পানির বিরুদ্ধে ইরান থেকে পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানি করার অভিযোগ তুলেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। প্রথমত, আলকেমিক্যাল সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যেহেতু তারা ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৮৪ মিলিয়ন ডলারের ইরানি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানি করেছে। গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যালস লিমিটেড ইরান থেকে ৫১ মিলিয়ন ডলারের মিথানলসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি করেছে, যা ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঘটেছে। আর জুপিটার ডাই কেম প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৯ মিলিয়ন ডলারের টোলুইনসহ অন্যান্য ইরানি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানি করেছে। অপরদিকে, রামনিকলাল এস গোসালিয়া অ্যান্ড কোম্পানি ২২ মিলিয়ন ডলারের মিথানল এবং টোলুইন আমদানি করেছে। পারসিস্টেন্ট পেট্রোকেম প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ মিলিয়ন ডলারের ইরানি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানি করেছে, যা উবিই-ভিত্তিক বাব আল বারশা কমোডিটি ট্রেডিং কোম্পানি থেকে এসেছে। শেষমেশ, কঞ্চন পলিমার্স ১.৩ মিলিয়ন ডলারের ইরানি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য, বিশেষ করে পলিইথিলিন, আমদানি করেছে। এই সব কোম্পানি ইরান থেকে পণ্য আমদানি করে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এসব কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি এবং স্বার্থ ব্লক করা হয়েছে। এর মানে হল যে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা সেখানে থাকা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই কোম্পানিগুলির সঙ্গে কোন লেনদেন করতে চায়, তবে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হবে। এ ছাড়া, যদি কোনো মার্কিন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন করে, তাহলে সেটাও আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের মূল উদ্দেশ্য হল শাস্তি দেয়া নয়, বরং ইরানি শাসনব্যবস্থার আচরণে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য, ইরানকে তার অস্থিতিশীল কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধ করা।

এই নিষেধাজ্ঞা ইরান থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি হলেও, ইরানসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে সংকুচিত হতে পারে। একইসাথে, এর ফলে ভারতীয় পেট্রোকেমিক্যাল খাতও বিপর্যস্ত হতে পারে, কারণ এই কোম্পানিগুলি ইরানি পণ্যগুলি সস্তায় আমদানি করত। এছাড়াও, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে, কারণ এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ভারতীয় কোম্পানিগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি হবে, যারা ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে জড়িত।

হুমায়ূনের সাহিত্যে সামাজিক কূটনীতি

তাহমিদাল জামি

আহমদ ছফাহুমায়ূন আহমেদের যে লেখাটির কথা নিজের প্রিয় বলে উল্লেখ করতেন, তা হলো হুমায়ূনের প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে, ১৯৭০ সালে রচিত, এবং যুদ্ধের পর প্রকাশিত। এই উপন্যাস নিয়ে ১৯৭৮ সালে একটি টেলিভিশন চলচ্চিত্র হয়। একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি নিয়ে রচিত এই নাটকে পরিবারের পিতা আবুল হায়াতের একটি সংলাপ আছে 'গরিব হয়েছি কিন্তু এখনো ছোটলোক হইনি।' কী দুর্বল, কী নাজুক এক পিতৃতন্ত্র! হুমায়ূনের ভাষা ধার করলে বলা যায়আহা রে! বড় মায়া লাগে!

সত্তরের মফস্সলি ঢাকার একটি পাতিবুর্জোয়া পরিবার মুক্তিযুদ্ধের আশপাশের সময়ে গরিব ও ছোটলোকের ভেদাভেদের এই হিসাব---নিকাশ করছে। উত্থানকামী অথচ 'প্রিক্যারিয়াস' এই মধ্যবিত্তই ছিল হুমায়ূনের প্রধান পরিপ্রেক্ষিত। সলিমুল্লাহ খান লিখেছেন, 'হুমায়ূন আহমেদ যাহাদের জন্য লিখিতেন তাহাদের মাপেই তিনি গড়িয়া উঠিয়াছিলেন।' খানের মতে তারা ছিলেন এ দেশের 'নিম্ন---মধ্যবিত্ত'।

হুমায়ূন আহমেদের নন্দিত নরক মূলত সত্তর থেকে নব্বই দশকজুড়ে বিকশিত নিম্ন থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো। পরিবার ও রাজনৈতিক পরিসরে সেই কাঠামোর বিস্তার। লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির হদ্দি এই 'নন্দিত নরক' নামক আয়তনের ভেতর অনেকটা ধরা আছে। হুমায়ূন বিস্তর উপন্যাস লিখেছেন বটে, তবে সেগুলোকে আলাদা আলাদা পূর্ণাঙ্গ কাহিনি বলে বিবেচনা না করে যদি একটা বিরাট ক্যানভাসে সমাজের এই পরিসরের গল্প বলে ভাবা যায়, তাহলে তাঁর মৌলিক গরজগুলো হয়তো আমরা চিনতে পারব।

এই লেখায় আমি হুমায়ূনের কাহিনি-সাহিত্যের সামাজিক কূটনীতি বিবেচনা করতে চাই। নিম্ন---মধ্যবিত্ত শ্রেণি কীভাবে গঠিত হলোহুমায়ূনের গরজ সেটা ছিল না। বরং এই শ্রেণির অবমুক্ত বাসনার কূটনীতিকার ছিলেন হুমায়ূন। তাঁর অজস্র কাহিনি-সাহিত্যে এই ভদ্রলোক পরিসরের নৈতিক বিন্যাসের অর্থভেদ করেছেন। সাহিত্যের মৃদু সহিংসতার দ্বারা পুরোনো পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিনির্মাণ এবং মধ্যবিত্ত মানসের বাসনা ও কল্পনাকে গণ্ডিছাড়া করেছেন।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে কলকাতাকেন্দ্রিক যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে, সেই মধ্যবিত্তের একটি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত ও দুর্বল অনুরণন আকারে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গঠনের মধ্য দিয়ে একটি বাঙালি মুসলমানপ্রধান মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনে কঠোর বিধিবদ্ধতা, পারিবারিক-সামাজিক শৃঙ্খলা আদবকায়দা নিয়মানুবর্তিতার নানা আদর্শ ছিল, তবে বাস্তবতা ততটা ছিল না। এই সব আদর্শের বুলিতে তারা শিশু-কিশোরদের বড় করতপারতপক্ষে কেরানি হওয়ার জন্য। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং বিদ্যালয়- বিচারালয়- পত্রপত্রিকা- শাসনযন্ত্রসহ রাষ্ট্রীয় পরিসর ছিল এই আধুনিক মধ্যবিত্তের নৈতিক বিন্যাসের মূল কারখানা। এই শ্রেণির আদব-শৃঙ্খলার আদর্শকে দস্তুরমতো ভিক্টোরীয় বলা যাবে না, বরং কলোনিয়াল আদলে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র-পরিসরে রুজু হওয়ার জন্যই এই সব পরিবার আপাত-ভিক্টোরীয় আদব লেবাস আকারে ধারণ করত। ভেতরে ভেতরে তাদের জীবনে ছিল আরও নানা অলিন্দ ও জানালা। হুমায়ূন দেখাচ্ছেন, সে আমলের ভদ্রলোক পিতৃপুরুষেরা ছিলেন কড়া। তাঁর আত্মজীবনী ও উপন্যাসে এই কড়া পিতৃপুরুষেরা এসেছেন সারি বেঁধে। চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস টিচার মুখলেসুর রহমান, যাঁকে ছাত্ররা ডাকত 'দেড় ব্যাটারি' নামে এবং যাঁর বিখ্যাত ধমকে ছাত্ররা প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলত। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল জালালউদ্দিন, যাঁর নিয়মকানুনের ভয়ে নিশ্বাস ফেলা মুশকিল ছিল। জালালউদ্দিনের কলেজে পাট চুকিয়ে হুমায়ূন ভর্তি হতে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইন্টারভিউ নিলেন খোন্দকার মোকাররম হোসেন, কেমিস্ট্রি বিভাগের। 'তাঁর মুখ হাসি হাসি, তবে সেই হাসি থেকে কেন জানি কোনো ভরসা পাওয়া যায় না, বরং ভয় লাগে।' মুহসীন হলের গৃহশিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ এমরান, যিনি 'কারণে---অকারণে অতি দ্রুত রেগে যেতে পারেন। এক ছাত্রকে চড় মেরেছিলেন। এভাবে এক অনুশাসনিক পরিসর থেকে আরেক অনুশাসনিক পরিসরে বান্দার পরিক্রমা ঘটত।

গুরুগম্ভীর শিক্ষক, বাসার বড় চাচা বা দাদাজান, গ্রামের মাতব্বর সাহেবএমন ছিলেন নানা জালালি পিতৃপুরুষযারা অল্পবয়সীদের জন্য যমের মতো। 'শিক্ষকেরা ছিলেন অন্য গ্রহের মানুষ। তাঁরা অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন।' এবং 'ছাত্রদের কোনো সমস্যায় তাঁদের কোনো সহানুভূতি ছিল বলেও মনে হয় না।' এই হলো পুরাতন পিতৃতান্ত্রিক আদব-কায়দাঘরে ও বাইরে।

হুমায়ূনের উপন্যাসের কূটনীতি হলো এই কঠোর পিতৃপুরুষদের যে জালালি বা সাবলাইম ভাব, সেটার বিনির্মাণ করা। তাদের অত্যাচারী ও শোষক আকারে কশাঘাত মেরে উন্মোচিত করা হুমায়ূনের প্রধান মুদ্রা নয়, বরং তাদের কঠোর বাতাবরণের আড়ালে তাদের নাজুকতা খুলে দেখানো অথবা হৃদয়ের দ্রবতা আবিষ্কার করাই তাঁর অভীষ্ট। কেমন সেটা? হুমায়ূন মুহসীন হলে লিফট আছে বলে ভর্তি হতে চান শুনে বদরাগী এমরান স্যার হেসে ফেললেন। 'হেসে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হলো হাসা ঠিক হয়নি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করবে না।' বাইরে কঠোর ভেতরে দ্রব। এই হলো সূত্র।

শুধু দ্রবতা নয়, পুরাতন কাঠামোর ফাঁকিটাও দেখিয়েছেন হুমায়ূন। দেখিয়েছেন যে মধ্যবিত্ত পিতৃপুরুষদের পিতৃতন্ত্র আদতে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। এনএসএফের গুন্ডারা যখন হলের ভেতর এক নারীকে ধর্ষণ করছিল, তখন ছাত্ররা অ্যাসিস্ট্যান্ট হাউস টিউটরকে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি। হুমায়ূন বাঁকা সুরে লিখেছেন, শিক্ষকেরা যখন বলেন সে সময় 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছিলেন কঠিন। তখন অনেক কষ্টে আমি হাসি চাপি।' আদতে হুমায়ূনের বিচারে এই সব পিতৃপুরুষেরা ছিলেন গোপনে গোপনে অক্ষম ও ধ্বজ। 'নন্দিত নরকে' কাহিনিতে দেখা যায় পরিবারের বাবার পৌরুষ ক্রমাগত নির্বীর্য্য গুক্যাস্ট্রেটেডগ্ন হয় প্রতিবেশী বড়লোকের বিদেশি জিনিসের গৌরবে, দ্বিতীয় বউয়ের খোঁটায়, আর অবাধ্য পুত্রের বেয়াদবিতে। বড় ভঙ্গুর এই পিতৃপুরুষের আত্মাভিমান। রাবেয়াকে সে রক্ষা করতে পারে না।

আহমদ ছফা সমাজের বিদ্যমানের নিরাকরণের রূপক আকারে বারবার অ্যাসিড বা দাহিকাশক্তির কথা বলতেন। হুমায়ূন আহমদ দাহিকায় নয়, দ্রবণে আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ সমাজের অচলায়তনকে দাহিকা দিয়ে নিরাকরণ করা নয়; বরং তার ভেতরে-ভেতরে দ্রবীভবন খোঁজাকে হয়তো তিনি শ্রেয় মনে করতেন।

আদতে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের সমাজের যে প্রবল ডামাডোল, সামাজিক আকাঙ্ক্ষার বিপুল উত্থান ও পরাজয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বর্গগুলোর রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও বিকাশসেটা অক্রিয় দ্রবীভবনের মামলা ছিল না; বরং ভয়াবহ মাত্রায় দ্বান্দ্বিক ছিল। আহমদ ছফা বলেছেন, হুমায়ূন এই সময়ের 'সোশ্যাল ডিসকোর্সে অংশগ্রহণ করেন নাই' বরং 'অ্যাভয়েড' করেছেন, কারণ তিনি মার্শাল ল জমানার 'প্রোডাক্ট'। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের এপিক দ্বন্দ্বকে তার বিপুলতায় স্পর্শ না করে, হুমায়ূন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন হুমায়ূনের এই নিবদ্ধতা একটা শ্রেণির অনুগামী। ওয়াসিফের মতে, এই সময়ের মধ্যবিত্ত 'বড় স্বপ্ন হারিয়ে' জীবন গোছাচ্ছে, আর তাদের 'সাংসারিক আর অলীক আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাসী জীবনীকার' হুমায়ূন। তাই—বা কম কী? ছোট করে দেখলে, হুমায়ূন আহমেদের কাহিনি-সাহিত্যের একটা মূল গরজ ছিল মধ্যবিত্তের জীবনে 'আদব প্যারাডাইম' সরে গিয়ে 'খোলাখেয়ালের প্যারাডাইমে'র প্রতিষ্ঠা। ব্যাপারটা বিপ্লবের নয়; বরং বান্দাগঠনের: অর্থাৎ পরিবার ও সমাজে ব্যক্তির সত্তা, অভ্যাস, সম্পর্ক ও বাসনার গঠনের।

জনপ্রিয় ও বাজারনন্দিত যে হুমায়ূন আহমেদ, তিনি 'মৃদু মানুষের ঈশ্বর' ছিলেন না। বরং মৃদু মানুষের জীবনে মুক্ত কল্পনা বা খোলা খেয়ালের প্রতিষ্ঠার দূত ছিলেন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত নন্দিত নরকের নেতির জন্য হুমায়ূন কোনো দাহিকা অ্যাসিড বা বিপ্লবের শরণ নেননি। ভেতর থেকে মায়া-মমতা মাখিয়ে দ্রবীভবন করে ওটাকে ঝুরঝুর করে ফেলেছেন তিনি আলতোভাবে। এই মোকদ্দমায় তিনি স্রেফ কিছু সাক্ষী হাজির করেছেন। বিদ্যমান পরিবার ও নানা আদব-পরিসরের ভঙ্গুরতা, হাস্যরসাত্মকতা, ফাঁকিগুলো তিনি তুলে ধরেছেন স্রেফ কিছু প্রতি-দর্শক হাজির করে। এই সব প্রতি-দর্শকের মধ্যে আছে শিশু কিংবা শিশুসুলভ বয়স্ক (যেমন হিমু বা শুভ্র), যুক্তির প্রতি ম্যানিক নিষ্ঠ মিসির আলী, কিংবা নানা বৈদেশি ব্যক্তি ও পাগল। সমাজে চিন্তা ও যাপনের যে অভ্যস্ত সূত্র ও সত্য, তাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধরেন এই সব প্রতি-দর্শক। আর তাতেই কেল্লা ফতে হয়ে যায়।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত নন্দিত নরকের নেতির জন্য হুমায়ূন কোনো দাহিকা অ্যাসিড বা বিপ্লবের শরণ নেননি। ভেতর থেকে মায়া-মমতা মাখিয়ে দ্রবীভবন করে ওটাকে ঝুরঝুর করে ফেলেছেন তিনি আলতোভাবে। এই মোকদ্দমায় তিনি স্রেফ কিছু সাক্ষী হাজির করেছেন। বিদ্যমান পরিবার ও নানা আদব-পরিসরের ভঙ্গুরতা, হাস্যরসাত্মকতা, ফাঁকিগুলো তিনি তুলে ধরেছেন স্রেফ কিছু প্রতি-দর্শক হাজির করে।

আধুনিক ভদ্রবিত্ত সমাজের বিকাশের সঙ্গে শিশুত্ব, পাগলামি, খোলা কল্পনার সংযোগ আছে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে নতুন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান হলো, তাদের আমরা 'বাবু' বলে জানি। বাবু বলতে একই সঙ্গে ভোগবিলাসী, শিক্ষিত-সংস্কৃতিমান ও শিশু বোঝায়, যাদের মধ্যে উপনিবেশী বাস্তবতায় নতুন কল্পনা ও যাপনের বিকাশ ঘটেছিল। সাহিত্যে জানা গিয়েছিল সেই নতুনের খবর। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় কল্পনার সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়েছিল: 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী/ যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন'। উপনিবেশী আধুনিকতার গোড়ায় 'আলালের ঘরের দুলালের' মতো উপন্যাসে শিশুকে নতুন কলোনিয়াল অব-রাষ্ট্রের বাধ্যগত প্রজা আকারে গড়ে তোলার তাগিদ ছিল। শিশুমানুষির এই কর্তৃত্ববাদী ধারায় বড় ছেদ আসে একশ্রেণির শিশু সাহিত্যিকের হাতে, যাঁদের মধ্যে স্মরণীয় সুকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের নবীন-কাঁচা যেখানে রোমান্টিক আর নজরুলের তরুণ যেখানে বিপ্লবী, সেখানে সুকুমার বললেন খেয়ালখোলা, ভোলা, পাগলার কথা। দাশু থেকে শুরু করে অসংখ্য চরিত্রে শিশু, পাগল ও খোলা কল্পনার অবাধ পরিসরের উন্মোচনের দ্বারা সুকুমার রায় শিশু মানুষ করার প্রশ্নে শৃঙ্খলাবাদ থেকে সরে এসে খোলা-খেয়ালের জারি করলেন।

সুকুমারের ছিল আবোলতাবোল আর হুমায়ূনের এলেবেলে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজ একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বিকাশ লাভ করার প্রেক্ষিতে হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর ভাইদের সাহিত্যে শিশু, উন্মাদ, ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এক নতুন সামাজিক কূটনীতি ফলবান হয়েছে। হিমু যেমন। সে এক বাঁধন-ছাড়া বয়স্ক শিশু-ব্যাটা। হিমালয়ের বাবা তাকে যেভাবে বড় করেছেন, তা তার স্বভাবের আদি কারণ বটে, তবে তার পুরো স্বভাবটি ছেলেমির বেশি নয়। চাকরিবাকরি করে না সে, মহাপুরুষের মতো ভিক্ষাবৃত্তি করে। ছ্যাঁচড়ের মতো আত্মীয়বাড়ি ঘোরে। উটকো হয়ে নানা জায়গায় যায় বা তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুর মতোই নিজেকে সে অপার ক্ষমতাবান ভাবে।

আদব প্যারাডাইমে শিশুদের সঙ্গে বড়দের আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্কের মূল সারবস্তু ছিল আদবকায়দা শেখানোর, শিক্ষা-সহবতের তথা মুরব্বিয়ানার। এই মুরব্বিয়ানা সম্পর্কের অর্থভেদ করলেন হুমায়ূন। ক্লদ লেভিস্ত্রসীয় তত্ত্ব অনুসারে সমাজে বাপ ও মামাএই দুই ধরনের মুরব্বির প্রতি মানুষের ভঙ্গি সচরাচর দুই প্রকার। কোনো কোনো সমাজে বাপ শ্রদ্ধেয় ও মামা আহ্লাদের। আর কোনো সমাজে মামা শ্রদ্ধেয় আর বাপ আহ্লাদের। বাংলাদেশে মামা প্রধানত আহ্লাদ ও আবদারের অসম্ভ্রান্ত স্থল। বাপও আহ্লাদ দেন কিন্তু বাপ শাসনও করেন, আর মামাবাড়িতে শুধুই খাতির, আহ্লাদ, উৎপাত, আর দুধভাতএই রকম একটা আইডিয়াল টাইপ সমাজের গৃহপুরাণে হাজির আছে (অবশ্য বাপের অবর্তমানে খোদ মামা যখন অভিভাবক হন, তখন আলাদা হিসাব)। হুমায়ূনের বাপেরা প্রায়ই বাইরে শাসন করেন কিন্তু পারতপক্ষে ভেতরে-ভেতরে দ্রবীভূত ও অনুমোদনপ্রবণ, আর মামারা তো মামাই। সহনশীল মমতাবান অনুমোদনপ্রবণ মা—বাবা বা আত্মীয়ের বাইরে অন্য সব মুরব্বিকেই উপদ্রব গুন্নয়েজগ্ন আকারে প্রতিষ্ঠা করলেন হুমায়ূন। যে বৃহত্তর মুরব্বিসমাজ মধ্যবিত্তের বাসায় আসতেন, থাকতেন, তাদের বিদঘুটে আচার-আচরণ দেখিয়ে তাদেরকে হাস্যকর উপদ্রব বলে উন্মোচিত করলেন হুমায়ূন। গুরুগম্ভীর শাসনপ্রবণ পিতৃপুরুষদের বিদঘুটে বাতিকগ্রস্ত হিসেবে চিত্রিত করে তাদের এথিক্যাল অথরিটিকে খামখেয়ালি, অযৌক্তিক ও হাস্যস্পদ করলেন।

তবে হুমায়ূন কেবল পরিবার ও মধ্যবিত্তে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। গ্রামজীবন নিয়ে তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী অনেক কাহিনি আছে, যেখানে গ্রামের নানা চরিত্র টাইপের মতো করে হাজির হয় একটা জটিল পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ হিসেবে। এই কাঠামোতে থানায় মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হতে পারে। গ্রামের মাতব্বরের আদেশে কাউকে নৃশংস শাস্তি দেওয়া হতে পারে। চোর পিটিয়ে মেরে ফেলা হতে পারে। মোহাম্মদ আজম হুমায়ূনের এই বসন্তে উপন্যাসের কাহিনি বিচার করে বলেছেন, সমাজে শ্রেণিসম্পর্ক বা ক্রমবিন্যাসকে হুমায়ূন রাজনৈতিকভাবে না দেখে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দেখেন। উচ্চশ্রেণির প্রতি তাঁর যে স্যাটায়ার, সেটা অনেকটা সেই উচ্চশ্রেণির অন্তর্গত মামুলিয়াত ও নিপীড়ক চরিত্রের কারণে। গ্রামের পরিসরে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর নাজুক, ধ্বজ ও হিংস্র রূপ যখন দেখিয়েছেন হুমায়ূন, সেখানে আদব সংস্কৃতি বা পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে মৃদু সহিংসতা করার মূল নায়ক হয় কোনো পাগল বা প্রান্তিক ব্যক্তি। এই গ্রাম তাই পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের এক মস্ত লীলাক্ষেত্র, যা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আধুনিক শাসন-পরিসরের অপর-পিঠ। দুইটাই কলোনিয়াল ও সামন্তবাদী আদব সংস্কৃতি।

সামন্তবাদী ও কলোনিয়াল আদব সংস্কৃতির বিপরীত চিত্র আকারে তাঁর একটি প্রিয় মেছাল ছিল 'আমেরিকানদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প', যা তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা 'হোটেল গ্রেভার ইন' বা 'মে ফ্লাওয়ার' থেকে শুরু করে নানা উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলে সীমাবদ্ধ ঘটনাবলি নয়, বরং বিশ শতকের দ্বিতীয় অংশজুড়ে মার্কিন সংস্কৃতির যে বিশ্বায়ন মুদ্রিত ও দৃশ্যমাধ্যমের দ্বারা দুনিয়াজুড়ে ঘটে গেছে, হুমায়ূন আহমেদ সেটাকে নিজের মতো কিছু শর্তসাপেক্ষে বরণ করেছেন। না করে উপায় ছিল না। মার্কিন সংস্কৃতিতে মুক্তকচ্ছ আচরণের আপাত অনুমোদনের চল, তার ফলে ব্যক্তির নানা বিচিত্র কাণ্ডকারখানা এবং একই সঙ্গে মেধাতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও সামাজিক প্রাচুর্যের উপস্থিতি তাঁকে এবং এখানকার ভদ্রলোক সমাজকে আকর্ষণ করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা এখান থেকে তিনি নিয়েছেন, তা হলো ব্যক্তি কীভাবে নিজের জীবনাচরণের নানা অভ্যাস বা হ্যাবিট নিজের মতো গড়ে তোলে। অভ্যাসের গঠন ও ভাঙন এখানে সাবেকি আদব-কায়দা বা সামাজিক আদর্শের অনুগামী নয়; বরং ব্যক্তিতান্ত্রিক আত্মকেন্দ্রিক বিকাশের অনুগামী। এই ভাঙন-গড়নের নেতির দিকটা ধারণ করেছে হিমু, এক নিঃসঙ্গ বাঙালি মধ্যবিত্ত হিপ্পি। হিমু নির্লজ্জ ও অসংকোচ। তার ভেতর চেতনা বা রুহানিয়াতের দাহ নেই। মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, বি---উপনিবেশায়ন, উন্নয়ন, আমজনতার শিক্ষিতকরণ ধরনের কোনো তাগিদ নেই। পশ্চিমবঙ্গে চর্চিত ক্রাইসিসে ভোগা বেকার গরিব আদর্শবাদী খ্যাপাটে তরুণও সে নয়। এসব কিছু নিয়ে সে বিব্রতও নয়। হিমুকে অরাজনৈতিক বলাটা খাপসই নয়। বরং নতুন মধ্যবিত্তের যে অরাজনৈতিক রাজনীতি, হিমুরও ছিল তাই। মন্ত্রী-পুলিশ- বা দুর্নীতিবাজ খালু-মামুর সঙ্গে নানাবিধ টানাপোড়েনের রগড়ই তার রাজনৈতিকতা। অরাজনৈতিক রাজনৈতিকতা হিমুসহ হুমায়ূনের নায়কদের শক্তির জায়গাও বটেএই অর্থে যে তা রাজনৈতিকতার তত্ত্বীয় বুলি ও ছকের গণ্ডি মানে না, বরং সমাজে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে থাকা মানুষের নানা রকম প্রেক্ষিত ও পিছলা বাসনাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। হুমায়ূন প্রগতির কোনো তাত্ত্বিক ছককে গুরুত্ব দেন না, বরং তা সমাজের ভেতর থেকেই ঘটে, আজমের মতে। ঘটনাগুলো ঘটে কাঠামোর শর্তে নয়, বরং পরিস্থিতির গর্ভ থেকে।

হিমু যেমন সমাজের নতুন পরিস্থিতির এক আলামত। হিমু আমজনগণের সামনে ভদ্রলোক তরুণ- তরুণীর দৃশ্যমানতার একটা নতুন এথিকের প্রতিনিধি। জনসমক্ষে খামখেয়ালি ও প্রগলতা করেও কীভাবে নিজের শ্রেণিগোষ্ঠীগত অন্তর্লোককে হারিয়ে খোঁজা যায়, তাই হচ্ছে হিমু-এথিক। এটা ঢাকার সমাজে নতুন শ্রেণিগোষ্ঠী-সম্পর্কের আলামত। হুমায়ূন দু—এক ক্ষেত্রে ব্রাত্য রাইসুর সঙ্গে হিমুর মিল উল্লেখ করেছেন। হিমু অবশ্য রাইসুর প্রকৃত উপস্থাপন নয়। আজকের দিনে হুমায়ূনের সাহিত্য অনেকটা অপস্রিয়মাণ এবং হিমুও ক্রমেই অচল আধুলি। তবে তার পরের জমানার মধ্যবিত্ত বা মিল্লাকে অপ্রতিহতভাবে প্রভাবিত করেছেন রাইসু।

আবার একপতিপত্নীক পরিবারের বিকার ও অবক্ষয় হুমায়ূন দেখিয়েছেন পরিবারের কর্তীর ভূমিকার ব্যবচ্ছেদে। পরিবারে সন্তান উৎপাদন- লালনপালন ও স্বামীর পৌরুষজনিত প্রিভিলেজপ্রাপ্ত যৌনসত্তাকে পারিবারিক গণ্ডিতে আটকে রাখার যে ক্লান্তিকর দায়িত্ব নিউক্লিয়ার পরিবারের মধ্যবিত্ত গৃহবধূদের ঘাড়ে অর্পিত, তার ফলে তাদের ভেতর যে ক্ষোভ ও বাষ্প জমত, সেটার নানা রকম অভিব্যক্তি হুমায়ূনের কাহিনিতে আছে। উপন্যাসের এই গৃহবধূরা হয়তো অন্য নারীকে 'বেশ্যা' বা 'মাগি' বলে গালি দেনএটিও সেই ক্লান্তিকর পারিবারিক কর্তীরূপী ভূমিকার মরিয়া অভিব্যক্তি। হিমু প্রায় অযৌন সত্তা। হুমায়ূনের নায়কেরা কেউই আগ্রাসী রিরংসা সচরাচর দেখান না। বরং যৌনতার যে নতুন অবমুক্তকরণ, সেটার কর্তৃত্ব হুমায়ূন দিয়েছেন নারীর হাতে। মধ্যবিত্ত গৃহের অন্যতম দায় ছিল অল্পবয়সী নারীদের পাত্রস্থ করার আগপর্যন্ত তাদের যৌনতাকে আড়াল- নিয়ন্ত্রণ- শাসন। হুমায়ূন অল্পবয়সী নারীদের সংযত লীলাময়তাকে জনপরিসরে সেলিব্রেট করার মাধ্যমে তার আড়াল ভাঙলেন। তরুণী নারী যে গাম্ভীর্যের আড়ালে নিজের যৌনসংরক্ষণশীলতা বা আব্রু-সম্ভ্রমের রক্ষাব্যূহ রচনা করার শিক্ষা লাভ করত, তাকে প্রেমিক যুবকের সঙ্গে নানা দুষ্টুমিমাখা আলাপচারিতার দ্বারা ব্যূহভেদ করে দেখিয়ে হুমায়ূন প্রমাণ করলেন যে আপাত গম্ভীর তরুণীরাও মূলত প্রেমমুখী। নীরব ও আড়ালময়কে সরব ও উন্মোচিত করে, গুরুগম্ভীর নিয়মকানুনের এই অর্থভেদের দ্বারা তরুণ-তরুণীদের মনকে গণ্ডিছাড়া করলেন তিনি ও নতুন গণ্ডিতে নিবদ্ধ করলেন। এর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজে রোমান্টিক প্রেমের নতুন প্রকারের স্বাভাবিকীকরণ ঘটল। একদিকে শাসন-পরিসরগুলো শিথিল হচ্ছে, ঢাকার নাগরিক পরিসরের ভদ্রলোকির পুরাতন ধরনগুলো আলগা হয়ে আসছে, বিপুল নগর-গরিবের উপস্থিতি ঘটছে, ভোগের নানা পরিসরের পরিগঠন ঘটছে। এই সবের ভেতর তরুণ-তরুণীর প্রেমের নতুন সংকেত ও সওগাত প্রণয়ন করেছেন হুমায়ূন। এই সবকিছুর দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, যা আধুনিক মধ্যবিত্ত ব্যক্তির এথিক্যাল সাবস্ট্যান্সের কারখানা ছিল সেটাকে গলাতে হাত লাগালেন রসায়নবিদ হুমায়ূন। শাসনের বদলে মমতা, আব্রুর বদলে প্রেম, আর শিক্ষার বদলে আদরঅর্থাৎ পরিবার ও সমাজ, শৃঙ্খলাকেন্দ্রিক বান্দাগঠনী কারখানার বদলে অনুভূতিকেন্দ্রিক একটা পরিসর হয়ে উঠল। পরিবারের মূল কাজ হলো ব্যক্তির স্বার্থগত বাসনার যত্ন ও পালন।

নিজেদের নৈতিক পদার্থের অর্থভেদ হয়ে যাওয়ার পরে মধ্যবিত্ত লিবারালের জীবনের দৃঢ় আদর্শবাদ আর রইল না, বরং রইল লাগামছাড়া বিমূর্ত বহুত্ববাদী লিবারাল হওয়া, আর নইলে জবরদস্তি অথো-লিব টাইপের লিবারাল হওয়াএই দুই পথ। আগের মতো দৃঢ় আদর্শবাদী হওয়ার গরজ ছিল না ভিক্টোরীয় ইন্টারফেসটা অপসৃত হয়ে যাওয়ায়। বিশ্বায়ন ও আখেরি পুঁজিবাদে বেসরকারি চাকরি, বিদেশ আসা-যাওয়া, আর সবশেষে ডিজিটাল প্রযুক্তির আগমনের ফলে নতুন ধরনের নানা পুলক, কল্পনা, বাসনা ও নিয়মে অভ্যস্ত হতে হলো নয়া জমানার মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীদের। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও নানা ভদ্রলোকি শাসন-পরিসরের শাসনশৃঙ্খলার নিয়ম ভেঙে পড়েছে, নিয়ন্ত্রণ ক্রম-শিথিল। এমনকি জাতির কর্তা রাষ্ট্রও সেখানে ক্রমেই মামুলি। ফলে এই তরুণেরা এক আবিশ্ব সম্প্রদায়ের অংশ হলো, যার ভুতুড়ে ও বিমূর্ত এথিক্যাল সাবস্ট্যান্সের থই মেলা ভার। ইউরোপ-অনুকারী আধুনিকতা বলে বান্দাগঠনের কোনো মূর্ত-নির্দিষ্ট আদর্শ বা নীতিপদার্থ এখন আর বিরাজ করে না। বরং উত্তরাধুনিক আত্মার চিন্তা-যাপন-অভ্যাস-কল্পনাকে নিত্য ভাঙচুরের দ্বারা আখেরি পুঁজির বাজার-বাস্তবতার উপযোগী হতে হয়।

এই আখেরি জমানার উত্তরাধুনিকতারই আভাস ধরা পড়েছে হুমায়ূনের সৃষ্টিশীল ধ্বংসাত্মকতায়। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের সামাজিক কূটনীতির ভেতরে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ আছে। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের বিকাশের যে সামাজিক কূটনীতি তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায়, সেই বিকাশ এক আগ্রাসী উত্তাসী পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে হুমায়ূন আর তাকে ধারণ করতে পারেননি। সত্তর আশি নব্বইয়ের যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান-বাসনার মৃদু রূপকার ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, শূন্য দশক থেকে বাংলাদেশের সমাজে যেসব জটিলতা প্রবল হলো, সেটা আর তাঁর লেখায় একই গভীরতায় এল না। ফারুক ওয়াসিফের ভাষায়, 'কেনাকাটার হাত খোলা, মেলামেশায় শরীরখোলা, যোগাযোগে অজড়িত থাকার এই নতুন পরিবেশে হুমায়ূনের আনিস, সাবেত, পরী, নীলারা এক পাশে সরে যায় তাদের কোমল ইনোসেন্সসহ।' আখেরি পুঁজিবাদ বাংলাদেশের সমাজে যে প্রবৃদ্ধি ও ভোগের অন্তহীন প্রসারণ-বাসনা নিয়ে এল, মধ্যবিত্তসহ শ্রেণির জীবনে যে চরাচরপ্লাবী ভাঙচুর ঘটাল, তার লক্ষণগুলো হুমায়ূনের চোখ এড়ায়নি, তবে তাকে পরিবার, গ্রাম ও শহরের আখ্যানে একইভাবে আঁটাতে পারেননি তিনি। মাদ্রাসা মাধ্যমে যে বিপুল শিশুকিশোর শিক্ষিত হলো, তাদের জীবন, বান্দা হিসেবে তাদের বেড়ে ওঠা ও রাষ্ট্র ও আধুনিকতার সঙ্গে তাদের মীমাংসাকে হুমায়ূন একইভাবে আঁকেননি। তবে হুমায়ূনের শূন্য দশকের নানা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের কল্পনা বা খেয়ালের জগৎ নম্র নিউরোসিস ছাপিয়ে কীভাবে বাস্তব ও অবাস্তবের ভেদরেখা মুছে অতল-নিরলম্ব সাইকোসিসে পৌঁছে যাচ্ছে, সেই তাৎপর্য উঠে এসেছে। 'পুফি' কিংবা 'আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি'র মতো মামুলি নানা কাহিনির মূল গুরুত্ব এইখানে। সমাজ-জটিলতার মর্মমূলে না পৌঁছিয়ে তা অনেকটা বিচ্ছিন্ন আঁচড়ের মতো রয়ে গেল। ২০২৫ সালে এসে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য এক অপস্রিয়মাণ মধ্যবিত্তের নম্র বাসনা ও সমাজবীক্ষার দস্তাবেজের মতো পাঠ করা যায়। এখনো সমাজে তাঁর নন্দনের বিপুল গ্রাহকতার শর্ত হাজির আছে। কিন্তু সমাজে শ্রেণি ও গোষ্ঠীর ওলটপালটে, বাসনার নানা নতুন সমীকরণে সামাজিক কল্পনার দিগন্তে হুমায়ূনীয় সামাজিক কূটনীতির প্রাধান্য আগের মতো আর নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার পেনশনার্দের এক সভা আয়োজিত হয়।

অনুপ্রেরণার দিশারী রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির চতুর্থ প্রমুখ সঞ্চালিকা প্রমিলাতাঈমেঢে প্রয়াত

কাকলি বাগ : কলকাতা, ৩১ জুলাই : অমৃতলোকে যাত্রা করলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির চতুর্থ প্রমুখ সঞ্চালিকা প্রমিলাতাঈ মেঢে। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরস্থিত সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অহল্যা মন্দিরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। জীবনের শেষ লগ্নেও সেবিকাদের সতর্ক থেকে সর্বদা কর্ম করে যাওয়ার বার্তা দেন। তাঁর প্রয়াণে শোকস্থব্ধ ভারত তথা সারা বিশ্বের সেবিকারা। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘ চালক মোহন রাও ভাগবত। সমিতির বর্তমান প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তাক্কা। বৃহস্পতিবার অমৃতলোকে যাত্রা করলেন চিরন্তন অনুপ্রেরণার দিশারী, কুশল সংগঠক, সর্বদা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজে নিমগ্ন থাকা চতুর্থ প্রমুখ সঞ্চালিকা প্রমিলাতাঈ মেঢে। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অলহ্যা মন্দির থেকে জানান হয়েছে, তিনি বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। গত তিন মাস ধরেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল। বিগত ১৫ দিন যাবত তা আরও দুর্বল হয়ে পরেন। এমতাবস্থায়ও গত জুন মাসে সমিতির প্রবীণ বর্গে উপস্থিত হয়ে মাত্র চারটি বাক্য বলে সেবিকাদের আশীর্বাদ দেন, যা তাঁর সমগ্র জীবনকে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন, "কাজ করে যান, অবিরাম নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যান, থেমে না গিয়ে বা ক্লান্ত না হয়ে সারা জীবন কাজ করে যান এবং আপনাকে অনেক জন্ম ধরে কাজ করতে হবে।" এহেন প্রমিলাতাঈ আজ সকাল ৯ টা ৫ মিনিটে অহল্যা মন্দিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। পরম উৎসর্গের প্রতীক, প্রমিলাতাইয়ের ইচ্ছানুযায়ী আগামীকাল ১ আগস্ট সকাল ৮টায় তাঁর দেহ এআইআইএমএস-এ দান করা হবে। আজ দিনভর তাঁর মরদেহ তল মঞ্জিলে সর্বসাধারণের অন্তিম দর্শন ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা আছে। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির চতুর্থ প্রমুখ সঞ্চালিকা ১৯২৯ সালের ৮ জুন মহারাষ্ট্রের নন্দুরবারে জন্মগ্রহণ করেন। মারাঠি, হিন্দি এবং ইংরেজি এই তিনটি ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন তিনি। শৈশবকাল থেকেই সেবিকা প্রমিলাতাঈ ব্যক্তিগত জীবনে সি.পি. এবং বেরার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই বছর শিক্ষকতা করেছেন, ডি.এ.জি.পি.টি.-তে বরিষ্ঠ অডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। সমিতির কাজের জন্য ক্তিগত কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের ১২ বছর আগে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মৌসিজির সাথে ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন। ১৯৬৫ সাল থেকে দেবী অহল্যা মন্দিরের নিবাসী ছিলেন তিনি।

১৯৭৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বছর ধরে প্রমিলতাঈ অখিল ভারতীয় প্রমুখ কার্য্যবাহিকার দায়িত্ব পালন করেন। সমিতিতে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন কালে উত্তরপ্রদেশ অঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। অখিল ভারতীয় কার্য্যবাহিকা হিসেবে ভারতজুড়ে অবিচ্ছিন্ন ভ্রমণ করেন সকলের বাৎসল্যময়ী প্রমিলতাই। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সহ প্রমুখ সঞ্চালিকার দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালের ২২ জুলাই থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রমুখ সঞ্চালিকা হিসেবে সেবিকাদের পথ প্রদর্শন করেন প্রমিলাতাই। ২০১২ সালের ২০ জুলাই শান্তক্কা জি-র কাছে প্রমুখ সঞ্চালিকা দায়িত্ব অর্পণ করেন প্রমিলতাঈ।

ব্যাপক জনসংযোগ, যা তাঁর কাজকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। সমিতির কাজের জন্য ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, দরবান, লঙ্কা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। আমেরিকাতে অবস্থানকালে তাঁকে নিউ জার্সি সিটির মেয়র কর্তৃক সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। মুম্বাইয়ের এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট ডিগ্রি দিয়ে সম্মান জানায়।

তাঁর জীবনের নিরন্তর কাজের বিরল দৃষ্টান্ত ৭৫ বছর বয়সে ভারতের ১০৭টি স্থান পরিদর্শনের সংকল্প পূরণ। ২০১৯ সালের ৯ আগস্ট থেকে২০২৪ সালের ২ মে পর্যন্ত মৌসিজির জীবন প্রদর্শনী সহ ৩২টি রাজ্যের ১০৭টি স্থানে অবিচ্ছিন্ন ২৬৬ দিনের ভারত পরিক্রমা করেন তিনি। এই পরিক্রমা নাগপুর থেকে শুরু হয়ে ওয়ার্ধায় পৌঁছেছিল। এ সময় তিনি নেপাল, কন্যাকুমারী থেকে জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় থেকে ইম্ফল (মণিপুর) পর্যন্ত প্রায় ২৮০০০ কিলোমিটার যাত্রা করেছিলেন। ১৯৬৫ সাল থেকে নিরন্তর দেশ সেবার এই যাত্রাকালে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেছে। একাধিক সহ সংগঠনের পরিচালন সমিতি ও ট্রাস্টের দায়িত্ব পালন করেন। কর্মনিষ্ঠা ও আদর্শে অবিচল প্রমিলাতাঈ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় ভাবনায় একাত্ম ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘ চালক মোহন রাও ভাগবত। তিনি বলেন, 'বলার প্রয়োজন হয় না, ওঁনার কৃতিই কথা বলে' সমিতির বর্তমান প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তাক্কা তাঁর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'প্রমিলাতাই সদা সচেষ্ট, সদা সতর্ক থেকে সকল বিষয়ে ভাবনা করতেন, আমাদের পথ দেখাতেন। তাঁর শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন আমাদের প্রেরণা দেয়। তাঁর দেখানো পথেই চলাই হচ্ছে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

সমিতির পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যবাহিকা মৌসুমী কর্মকার এক শোকবার্তায় বলেন, "বর্তমান সময়টা সমিতির সেবিকাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের। মাত্র কয়েকদিন আগেই আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রান্তের পূর্ব সঞ্চালিকা এবং সকলের প্রতি স্নেহশীলা অভিভাবিকা শ্রদ্ধেয়া মুক্তিদিকে আর আজ আবারও আমরা হারালাম সমিতির অখিল ভারতীয় চতুর্থ প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া প্রমীলা তাঈজীকে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, কর্মঠ এই মানুষটি বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলেও মনে-প্রাণে জুড়ে ছিলেন সমিতির কাজের সাথে। তাই ৯৬ বছর বয়সে রোগশয্যায় শায়িত থেকেও গত ২০শে জুলাই নাগপুরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় বৈঠকে উপস্থিত কার্যকর্তীদের তিনি আভাসী মাধ্যমে আশীর্বাদ করেন। আজ সকালে তাঁর পূণ্যাত্মা পরমধামে যাত্রা করেছে। করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতাঁর বিদেহী আত্মাকে চিরশান্তিতে বিরাজিত রাখুন।"

PNIT NO: e-PT-23/W/EE/ RDAD/2025-26
Dt. 29/07/2025

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 05/08/2025 for 01 (one) no work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1685/25

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রী নলিন লবনা (৪৫) পিতা মৃত নারায়ন এয়ারপোর্ট পিএস। গত লবণা সাং- আগরতলা, গান্ধীগ্রাম, থানা ১৭.০৬.২০২৪ ইং তারিখে কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে জম্মু এবং কাশ্মীর এর উদেশে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা:- বয়স ৪৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চ, গায়ের রং ফর্সা, পরনে-বিএসএফ ড্রেস। ফটিকরয় থানার জি. ডি. ই নাম্বার ৩২ তারিখ

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।
যোগাযোগের ঠিকানা:-
১। এস পি ঊনকোটি কৈলাশহর ফোন নং — ০৩৮২৪-২২২৩৯২.
২। এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং — ৯৭৭৪৩৩৯৮৫৯
৩। ও সি ফটিকরয় থানা ফোন নং - ৭০০৫৫৪৩৪৯৫
ICA/D-675/25

PNIe-T NO:-71/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated:-28/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful Manufacturer, authorized Dealer/ Distributors based in India of Liquid Medical Oxygen (LMO) having experience in supply of Liquid Medical Oxygen (LMO) in Central/ State Government Hospitals or NABH accredited Private Hospitals for the following work:
Name of work: Supply of Liquid Medical Oxygen and filling in the licensed LMO storage tanks in the premises of AGMC & GBP Hospital LMO Plant in AGMC & GBP Hospital, Agartala for a period of 2(Two) years
1. Estimated Cost: Rs.1,89,50,400.00
2. Earnest Money: Rs. 3,79,008.00
3. Bid Fee:Rs. 8,000.00
4. Last date & time for online Bidding:11/08/2025 upto 3:00 PM
Note:The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1676/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

ADDENDUM

RFP No. : 02/ACE/P&DU/PWD(WR)/2025-2026
Tender ID : 2025 CEWR 63595 1
Name of Work:: Consultancy Services for preparation of DPR for the RMBA work "Raising & Strengthening of Existing Embankment near Indo-Bangla Border Fencing in different parts of Tripura under FMBAP".
The fellowing amendment has been added in Clause 5.1 "Scope of Work" as issued for the above mentioned work circulated vide Press Notice Inviting e-Tender 06/EE/WRID/ AGT/2025-26, Dated 08/07/2025 & this office Memo No.: F.1(14)/EE/WRID/TECH/2018/1046-1085,dated 08/07/2025, with other terms and conditions remain the same.
"1(one) no Mysto type bench mark per kilometre & 3(three) nos Temporary bench mark per kilometre i.e. total 4 (four) nos. bench mark per kilometre to be established for/during survey".
ICA/C/1669/25

For & on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer,
WR Investigation Division, Kunjaban, Agartala, Tripura (W)

GOVERNMENT OF TRIPURA
EDUCATION (HIGHER) DEPTT. TTAADC POLYTECHNIC INSTITUTE
Khumulwng, West Tripura
No.F.1(9)-TPI/Estt/ENGMT/2024-25/

WALK-IN INTERVIEW

Date: 31/07/2025

A walk-in interview will be held at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura on 4th August, 2025 from 12:00 Noon to 3:00 P.M. for engagement of Guest/ Visiting Lecturer(s) in Electrical Engineering. For details please visit the Website www.tpikhumulwng.edu.in.
ICA/D0672/25

Sd/- (Suraj Deb Barma) Principal-in-charge TTAADC Polytechnic Institute

ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ও জরিমানার ঘোষণা দিয়েই পাকিস্তানের সাথে তৈল চুক্তি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩১ জুলাই : রাশিয়ার সাথে কোনো সম্পর্কই রাখা যাবে না। ঠারেঠোরে একথাই বোঝাতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই, ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পাশাপাশি রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য ভারতের জরিমানার খড়গ ঝুলিয়েছেন তিনি। ওই ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তানের সাথে তৈল চুক্তিও সেরে ফেলেছেন ট্রাম্প। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মনে করা হচ্ছে, ভারতকে ভয় দেখানোর কৌশল হিসেবেই পাকিস্তানকে ব্যবহার করছে ট্রাম্প। কারণ কূটকৌশলী বার্তায় লেখা ছিল, হয়তো একদিন তারা ভারতকেও তেল রপ্তানি করবে!

সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় ট্রাম্প লিখেছেন, আজ হোয়াইট হাউজে এক ব্যস্ত দিনের মধ্য দিয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। বিশ্বের বহু দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রকে "অত্যন্ত সন্তুষ্ট" করা তাঁদের সকলেরই প্রত্যাশা। আজ বিকেলেই দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে প্রেসিডেন্টের। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর ২৫ু আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে, তবে তারা সেই শুল্ক হ্রাসের জন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। প্রেসিডেন্ট জানিয়েছিলেন, আমি আগ্রহভরে শুনবো তারা কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। সাথে তিনি আরো লেখেন, এরই মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ওই চুক্তির আওতায় উভয় দেশ পাকিস্তানের বিশাল তেল মজুত উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করবে। বর্তমানে সেই প্রকল্প পরিচালনার জন্য একটি তেল কোম্পানি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, হয়তো একদিন তারা ভারতকেও তেল রপ্তানি করবে! এছাড়া আরও কয়েকটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন, এসব উদ্যোগ মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে "গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা" রাখবে। সময়মতো এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে, লিখেছেন তিনি। ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, আমার আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করবে। যা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এবং প্রেসিডেন্ট নিজেই বিনিয়োগ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকবেন।

এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া ১০০ বিলিয়ন ডলারের এলএনজি অথবা অন্যান্য জ্বালানিপণ্য আমদানি করবে। পাশাপাশি তারা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্কের বিনিয়োগ করতে রাজি হয়েছে, যার পরিমাণ ঘোষণা করা হবে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে। তখন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং হোয়াইট হাউজে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দক্ষিন কোরিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতিকে তার নির্বাচনী সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি দুই দেশ সম্মত হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তাদের বাজার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখবে। তার মধ্যে থাকবে মার্কিন গাড়ি, ট্রাক, কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য পণ্য। নতুন চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর শুল্ক হার নির্ধারিত হয়েছে মাত্র ১৫ু এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কোনও শুল্ক দিতে হবে না।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, আজকের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করে আমি সম্মানিত বোধ করছি। তাদের দেশের সাফল্য নিয়ে আলোচনা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

২০০৮ মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় সাত অভিযুক্তই বেকসুর খালাস

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চলা বহুল চর্চিত ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় বড়সড় রায় দিল বিশেষ এনআইএ (জাতীয় তদন্ত সংস্থা) আদালত। বৃহস্পতিবার আদালত বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ শ্রীকান্ত পুরোহিত-সহ মোট সাত অভিযুক্তকেই সমস্ত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে। আদালত জানায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ), অস্ত্র আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (জ্জঞ্ঝ) অধীনে আনা অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়নি। সেই কারণে তাদের মুক্তি দেওয়া হল।২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মালেগাঁও শহরের ভিক্কু চৌক মসজিদের কাছে একটি মোটরসাইকেলে রাখা বিস্ফোরক ফেটে যায়। পবিত্র রমজান মাসে এবং হিন্দু উৎসব নবরাত্রির ঠিক আগে হওয়া ওই বিস্ফোরণে ছয়জনের মৃত্যু হয় এবং আহত হন শতাধিক মানুষ। মালেগাঁও একটি সংবেদনশীল সাম্প্রদায়িক এলাকা হওয়ায় ঘটনাটি তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

প্রায় ১৭ বছর ধরে চলা এই মামলায় অবশেষে রায় দিল আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সব অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল এবং রায় ঘোষণার সময় তারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। একই সঙ্গে আদালত নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

এই মামলার চার্জশিট ও অন্যান্য নথিপত্র মিলিয়ে পুরো বিষয়টি এক লক্ষেরও বেশি পৃষ্ঠার দলিলপত্রে পরিণত হয়। বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল মামলার জটিলতা ও বিস্তৃত তথ্যাদি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে শুনানি শেষ হয় এবং ১৯ এপ্রিল আদালত রায় সংরক্ষণ রেখেছিল। তারপর বিচারক সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

বিচার চলাকালীন সময়ে প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে মোট ৩২৩ জন সাক্ষীকে হাজির করা হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে ৩৪ জন সাক্ষী নিজেদের আগের বক্তব্য থেকে সরে এসে 'পক্ষ পরিবর্তন' করেন। ফলে মামলার ভিত্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথমে মামলার তদন্ত করেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস)। তারাই অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং মূল চার্জশিট দাখিল করেছিল। পরে ২০১১ সালে এই মামলার তদন্তভার নেওয়া হয় জাতীয় তদন্ত সংস্থার হাতে। ২০১৬ সালে এনআইএ একটি সম্পূরক চার্জশিট পেশ করে। ওই চার্জশিটে তারা সাধ্বী প্রজ্ঞা ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে আনা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের ধারাগুলো প্রমাণে অক্ষমতার কথা জানায় এবং অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করে।

সব অভিযুক্ত বিচার চলাকালীন জামিনে মুক্ত ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হত্যা এবং বিস্ফোরক ব্যবহারের মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল। আজকের এই রায়ের মধ্য দিয়ে বহু প্রতীক্ষিত মামলার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হল।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের অঙ্গীকার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মহামান্য শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। দুই নেতা ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার পারস্পরিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন খাতে অসাধারণ অগ্রগতির ইতিবাচক মূল্যায়ন করেন এবং উভয় দেশের জনগণের যৌথ সুবিধার জন্য সহযোগিতা আরও বিকাশ ও গভীর করার ওপর জোর দেন। মহামান্য শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং জাতির সেবায় তাঁর অব্যাহত সাফল্য কামনা করেন।

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomati District the undersigned is hereby invited the Sealed Quotation in prescribed format from the reputed & Authorized Dealers / Supplier / Farm / Agency / Co-Operative Society having valid trade license others Registration etc in dealing with Computers, GST Registration Certificate for supply of Computer for use in the Office of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomati District in connection with smooth running of Official works of Technical Section.

The details of require materials & prescribed Format are as given below:-

Sl. No.	Name of particulars	Description	Approx Quantity	Rate per unit @ Rs. in figure	Per unit amount (in word)
1	Desktop Computer (with assemble)	Processor Name- Core i3 (Intel) 12 generation; Operating System- Windows 11 Pro (with CDS Key); Ram-8 GB (Crucial/WD) DDR5; SSD – 265 GB (Crucial/WD); Mother Board- Gigabyte	4 Nos.	Rs.	Rupees
		Key Board & Mouse-HP	04 Nos.	Rs.	Rupees
		CPU Cabinet-Best suitable Quality as per requirement	04 Nos.	Rs.	Rupees
		Monitor- 22 inch (Lenovo)	04 Nos.	Rs.	Rupees
		UPS- APC BX1100CK-IN 230 V (04 output plug)	04 Nos.	Rs.	Rupees
		SMPS- Frontech /Zebronics (450 watt)	04 Nos.	Rs.	Rupees
2	Printer	Epson Color Printer L 3212 (Colour, Black & White)	04 Nos.	Rs.	Rupees
3	Laptop (Lenovo)	Intel i5 12th Gen 12400F; 8 GB RAM DDR5; SSD 512 GB; Windows 11 Genuine; MS Office Genuine; Display 15.6 inch	02 No.	Rs.	Rupees

The interested bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala Kham / Envelop by indicating the price in words & figure along with necessary documents to be drooped in Tender Box to the Office of the undersigned within 05-08-2025 up to 3.00 PM except Govt. Holiday. The same will be opened on 05-08-2025 at 4.00 PM in presence of authorized bidders or representative of the bidders if possible.

TERMS AND CONDITIONS OF THE QUOTATION:-

(1) The Quoted price should be inclusive of all Taxes (GST & IT) & also Transportation cost from the bidder to the Office of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomati District (2) the requirement of Computer may increase or decrease and the Proprietor / Firm has to supply the item during the contract period. (3) No request for increase of rate will be entertained during the period of contract. (4) The undersigned reserve the right to reject any or all Tender / Quotation without assigning any reason. (5) No advance payment will be made as per the availability of fund. (6) The bid which does not quote the rates of each & every item as per format shall be summarily rejected. (7) Warranty period will be at least one year. (8) After the warranty period ends, the successful bidder will be able to apply for the D-Call / Demand Draft. (9) The bidders are required to submit copy of PAN Card, GST Registration, Trade Licence etc. as enclosed Quolation document otherwise Quotation will be rejected.
ICA/C/1681/25

Chief Executive Officer
Udaipur Municipal Council Udaipur, Gomati District, Tripura.

বৃহস্পতিবার আগরতলায় যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভিটামিন ডি-র ঘাটতি: পা ও ত্বকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা হাড়, পেশি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও আমরা প্রধানত সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি সংগ্রহ করি, তবে কিছু নির্দিষ্ট খাবার থেকেও এটি শরীরে প্রবেশ করে। আধুনিক ব্যস্ত জীবনযাপন, ঘরের অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় থাকা, সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাব এবং দূষণের কারণে সূর্যের আলো কম পাওয়া — এইসব কারণে অনেকেই অজান্তেই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিতে ভুগছেন। এই ঘাটতির প্রভাব অনেকসময় শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অংশ, বিশেষ করে ত্বক ও পায়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে শুরু করে। পায়ের ওপর এই ঘাটতির সরাসরি প্রভাব পড়ে হাড় ও পেশির দুর্বলতার মাধ্যমে। পায়ের পাতায় ব্যথা, বিশেষ করে গোড়ালিতে জ্বালাভাব কিংবা পেশিতে টান ধরা --- এই উপসর্গগুলির পেছনে কারণ হতে পারে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি। কখনও কখনও হঠাৎ হাঁটার সময় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও দেখা যায়, বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে। এটি শুধু পেশির দুর্বলতার ইঙ্গিত নয়, বরং স্নায়ু সিস্টেমে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

অন্যদিকে, ত্বকের ক্ষেত্রেও এই ঘাটতি নানাভাবে প্রকাশ পায়। ভিটামিন ডি ত্বকের কোষ পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। এর অভাবে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় ত্বকে ফুসকুড়ি বা অ্যালার্জির মতো র‍্যাশ দেখা দেয়, এমনকি ঘন ঘন স্কিন ইনফেকশন ও চুলকানির সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সবই ভিটামিন ডি-এর অভাবের কারণেও হতে পারে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়

কিছু সহজ পরিবর্তন আনা জরুরি। সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে অন্তত ২০-৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে ত্বক খোলা রেখে থাকা দরকার। পাশাপাশি ডিমের কুসুম, সামুদ্রিক মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যায়। সেই সঙ্গে হাড় ও পেশির স্বাস্থ্য রক্ষায় হালকা ব্যায়াম অপরিহার্য। ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি অনেকসময় ধীরে ধীরে শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে। বিশেষ করে পা ও ত্বকের পরিবর্তনকে অবহেলা না করে, দ্রুত সচেতন হওয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগই হতে পারে এর সবচেয়ে কার্যকর ও উপযোগী সমাধান।

কোলেস্টেরল কমাতে কী কী খাবেন

সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান সময়ে হাই কোলেস্টেরল একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি হৃদরোগ, স্ট্রোক সহ নানা জটিল রোগের কারণ হতে পারে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলে কোলেস্টেরলের মাত্রা সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওটস বা যবের ভেতরে থাকা দ্রবণীয় ফাইভার কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের ব্রেকফাস্টে ওটস, বার্লি খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আমন্ড, আখরোট, চিয়া সিডে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

আপেল, কমলা, আঙুর, গাজর, বিটের মতো শাকসবজি ও ফলমূলে রয়েছে উচ্চমাত্রার পেকটিন, যা কোলেস্টেরল শোষণ কমাতে সাহায্য করে। সালমন, টুনা, ম্যাকেরেলের মতো মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ওমেগা-৩। এই উপাদান রক্তের কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। অলিভ অয়েল ও সূর্যমুখী তেলে থাকা মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

গ্রিন টি-তে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (বিশেষ করে ক্যাটেচিন) এলডিএল কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। মুসুর, ছোলা, সয়াবিন ইত্যাদি প্রোটিন ও ফাইবার সমৃদ্ধ, যা চর্বিযুক্ত খাবারের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে। তবে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিছু খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। চর্বিযুক্ত লাল মাংস, ট্রান্স ফ্যাট (বেকড আইটেম, প্রসেসড স্ন্যাকস), অতিরিক্ত চিনি ও সাদা আটা, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার (ফাস্ট ফুড, সসেজ, হটডগ) এড়িয়ে চলা ভালো।

দ্রুত ওজন কমছে? এখনই সাবধান হোন

কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেড ফ্ল্যাগ সাইনস বলে। এগুলো লক্ষ্য করলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। পরামর্শ দিচ্ছেন, ডা. দিগ্বিজয় চৌধুরি, কনসালট্যান্ট ফিজিশিয়ান, রুবি জেনারেল হাসপাতাল।

আমরা যে শারীরিকভাবে ভালো নেই, এটা বোঝা যাবে কী করে? শরীর কি অগ্রিম কোনও সিগনাল পাঠায়?

হ্যাঁ, শরীর অবশ্যই আগে থেকে ইঙ্গিত দেয়। অনেক সময় দেখবেন হয়তো ভালো করে ঘুম হচ্ছে না বা ডিস্টার্বড স্লিপ হচ্ছে। কাজের প্রেশারে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না, এই করতে করতে খিদে কমে যাচ্ছে, বা পেটে ব্যথা বা অন্য কোনও অসুবিধা হচ্ছে। মাথা ব্যথা করা, দুর্বল লাগা, কাজে এনার্জি না পাওয়া- এরকম কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই সিগলানগুলো বুঝে পদক্ষেপ না নিলে, আস্তে আস্তে এখান থেকেই কিন্তু জটিলতার দিকে যেতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কী করা উচিত?

কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেড ফ্ল্যাগ সাইনস বলে। এগুলো লক্ষ্য করলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। সেগুলোর মধ্যে খেয়াল রাখুন দ্রুত হারে ওজন কমছে কিনা। দু-সপ্তাহ অন্তর, আর একান্ত সম্ভব না হলে প্রতি মাসে ওজন চেক করুন। একটা ডায়ারি বা চার্ট মেনটেন করুন। মাসে কত শতাংশ ওজন কমছে সেটা জানতে পারাটা কিন্তু জরুরি। যে-কোনো রোগেই প্রথমে ওয়েট সিম্পটমস নিয়ে আসে।

সাধারণত কারও ওজন কমতে থাকলে মানুষের ধারণা হয় যে বেশি করে খাওয়া দাওয়া করলেই আবার ওজন বেড়ে যাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বেশি খাবার খাওয়াই কি আদৌ সমস্যামুক্ত করতে পারে?

কোনও সময় যদি দেখা যায় ওজন কমছে এবং রোগীর খাওয়াতে

অনীহা- সেক্ষেত্রে ওজন কমতে পারে। মাসে এক-দু কিলো ওজন কমাটা দুশ্চিন্তার নয়। ওটা প্রোটিন কন্টেন্ট, যেমন মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া বাড়ালেই ওজন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যদি দেখা যায় মাসে ৫ কিলো করে ওজন কমে যাচ্ছে এবং অন্য উপসর্গ আছে, যেমন শরীরে রক্তের পরিমাণ কম থাকা, ভিটামিনের অভাব- সেটা কিন্তু বড়সড়ো অসুখের ইঙ্গিত হতে পারে। যেরকম ক্যান্সার হতে পারে, বা রোগীর হয়তো হাই সুগার আছে যেটা সে জানে না। যদি ওজন অস্বাবিকভাবে কমতে থাকে, তখন টেস্ট করতে হবে।

লাইফস্টাইল ডিজিজ বর্তমান সময়ের একটা থ্রেট। এর থেকে নিষ্ক্রমণের কি কোনও পথ আছে? ওবিসিটি এই মুহূর্তের সবচেয়ে কমন লাইফস্টইল ডিজিজ। এই ফাস্টফুড খাবার প্রবণতাই এর অন্যতম কারণ। আসলে এক্সারসাইজ করা বা কায়িক পরিশ্রম করা যত কমে যাচ্ছে মানুষের, তত ঘিরে ধরছে মেটাবলিক ডিজিজ।

লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝানো হয়? ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়?

প্রথমত খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। ঠিক সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে খাওয়া দাওয়া করাটা জরুরি। অতিরিক্ত খাওয়াও যেমন ভুল, তেমনি কম খাওয়াও সঠিক কাজ নয়। খাবার খাওয়ার মধ্যের ব্যবধানটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডেস্ক জব করলেও লাঞ্চ টাইমে বা বাড়ি ফেরার সময় হাঁটার অভ্যাস রাখুন। মোটের উপর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে।

সাধারণ পরিবারে ডায়েটিশিয়ানের চার্ট ফলো করে খাবার খাওয়ার সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে কতটা এবং কী খাওয়া আদর্শ বলে পরামর্শ দেবেন?

খাবারের নির্দিষ্ট পরিমাণ বলে কিছু নেই। যে যেরকম কাজ বা পরিশ্রম করছেন, পরিমাণটা সেটার উপর নির্ভরশীল। যার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেশি তার ক্ষেত্রে খাবারের পরিমাণটাও বেশি হবে। ভরপেট খাওয়া কখনও উচিত নয়। পেটের ৮০ শতাংশ ভরানোটাই হবে লক্ষ্য।

পুরো পেট ভরে খেলে ক্যালোরি ইনটেক বেশি হয়ে যায়। একবারে বেশি না খেয়ে ৩-৪ ঘন্টার গ্যপে অল্প অল্প করে কিছু না কিছু খেলে ওয়েট গেইন বা ক্যালোরি ইনটেক বেশি হবে না। কী খাচ্ছেন সেটাও বিবেচ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কার্বোহাইড্রেট বেশি ইনটেক করে ফেলি। কার্বোহাইড্রেট বেশি ইনটেক না করার উপায় কিছু আছে কি?

একটা গড় হিসেব হল, একটা থালার (মিল-এর) ৫০ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট হবে। বাকি যে-অর্ধেকটা থাকবে, সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা ভাগে প্রোটিন থাকবে আরেকটা ভাগে শাকসবজি থাকবে। সেটা অ্যানিম্যল প্রোটিন বা প্ল্যান্ট প্রোটিন যে-কোনওটাই হতে পারে। এছাড়া দৈনিক কিছু ফলও ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সেটা মিল-এর সঙ্গে না খেলেও ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের মধ্যবর্তী সময়ে ফল খাওয়া যেতে পারে। অনেকের দুধ বা দুধের প্রোডাক্ট সহ্য হয় না। তাৎ শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। তখন সে ক্যালসিয়ামের চাহিদা কীভাবে পূরণ করবে ?

তখন তাকে বাদাম জাতীয় খাবার, লেগিউমস অথবা স্প্রাউটস দিয়ে ওই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। অথবা প্রোটিন দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। ৪০ পেরোলেই প্রেশার সুগারের সমস্য দেখা যায়। এর জন্য কি আগে থেকে সতর্ক হওয়া সম্ভব? আগে এই লাইফস্টাইল ডিজিজগুলো ৪০-এর পরই দেখা দিত। কিন্তু ইদানীং অনেক আগে থেকেই মানুষ এই সব রোগের কবলে পড়ছেন। খাবারদাবারের প্যাটার্নটাই এর জন্য দায়ী। বাইরের খাবার, ফাস্টফুডের দরুণ কার্বোহাইড্রেট, তেল, নুন সবই শরীরে বেশি পরিমাণে প্রবেশ করছে। কোলেস্টেরল বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে প্রেশারও। নুন, তেলের ইনটেক কমাতে হবে। হেলথ চেকআপে কোন কোন টেস্টগুলো করানো জরুরি?

চল্লিশ পেরোনোর পর থেকেই বছরে একবার করে হেলথ চেকআপ করানো উচিত। কোলেস্টেরল, সুগার আর অবশ্যই হার্টও চেকআপ করা দরকার। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই চেকআপগুলো ছাড়াও ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর উপর জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ম্যামোগ্রাফি বা ব্রেস্ট ইউএসজি করা উচিত।

সামুদ্রিক মাছ কেন খাবেন?

সামুদ্রিক মাছ খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। যারা নিয়মিত এই মাছ খান, তারা বয়স বাড়লেও সহজে ভুলে যান না। শিশুদের বুদ্ধির বিকাশেও এই মাছ অনেক উপকার করে।

মুদ্রিক মাছ শুধু স্বাদে ভালো নয়, এটি আমাদের শরীরের জন্যও খুব উপকারী। অনেকেই স্বাদু (মিষ্টি) জলের মাছ পছন্দ করেন, আবার অনেকে কেবল মুরগির মাংস বা খাসির মাংস খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার কিছু বিশেষ উপকারিতা রয়েছে, যা অন্য অনেক খাবারে পাওয়া যায় না। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন-ডি, আয়রন, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক ইত্যাদি উপাদান থাকে। এসব উপাদান আমাদের শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, চোখ ও হাড়ের সুস্থতায় এই মাছগুলোর জুড়ি নেই।

ওমেগা ৩ আমাদের রক্তচাপ ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায়। ফলে

হৃদরোগ, স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। সামুদ্রিক মাছ খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। যাঁরা নিয়মিত এই মাছ খান, তাঁরা বয়স বাড়লেও সহজে ভুলে যান না। শিশুদের বুদ্ধির বিকাশেও এই মাছ অনেক উপকার করে।

সামুদ্রিক মাছের মধ্যে থাকা উপাদান চোখের জন্য খুব ভালো। এটি চোখের শুকিয়ে যাওয়া বা ঝাপসা দেখার মতো সমস্যাও দূরে রাখতে সাহায্য করে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েরা সামুদ্রিক মাছ খেলে সন্তান সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। শিশুর মস্তিষ্ক, চোখ ও স্নায়ুর সঠিক গঠন হয়। এই মাছে থাকা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। ফলে ঠান্ডা-জ্বর, সংক্রমণ বা ছোটখাটো অসুখ সহজে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে না।

সামুদ্রিক মাছ রান্না করা যায় অনেকভাবে --- ভাজা, ঝোল, ভাপা বা গ্রিল করে। সপ্তাহে অন্তত দু'বার এই মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। শিশু ও বয়স্কদের জন্য ছোট মাছ যেমন সারডিন, ছোট টুনা, ম্যাকারেল খাওয়া ভালো। বড় মাছ যেমন শার্ক বা বড় টুনা মাঝেমধ্যে খেতে হয়, কারণ এতে অতিরিক্ত পারদ থাকতে পারে, যা ক্ষতিকর।

সামুদ্রিক ইলিশ খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনই এতে রয়েছে প্রচুর ওমেগা ৩ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। ইলিশ খেলে হৃদরোগ ও চর্বি জমার ঝুঁকি কমে। ইলিশ ভাজা, ইলিশ ভাপা কিংবা সরষে ইলিশ — সবই খুব জনপ্রিয় এবং পুষ্টিকর। আজকাল বাজারে ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ সহজেই পাওয়া যায়। টুনা, সারডিন, ম্যাকারেল, ট্রাউট, ক্র্যাব বা ঝিনুক জাতীয় খাবার অনেক শপিং মল বা মাছের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। দামও অনেক সময় মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে থাকে।

সামুদ্রিক মাছ স্বাদে যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিতেও ভরপুর। ছোট থেকে বড়, সবাই যদি সপ্তাহে অন্তত দু'দিন এই মাছ খাওয়ার অভ্যাস করেন, তাহলে শরীর অনেকটা ভালো থাকবে। হার্ট, চোখ, মস্তিষ্ক, হাড় ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি --- সব কিছুর উন্নতিতে সামুদ্রিক মাছের বড় ভূমিকা রয়েছে।

ডায়েটিং মানে উপোস নয়

ইদানীং উপোস করাটাকে ওজন নিয়ন্ত্রণের অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে মনে করেন অনেকেই। কিন্তু ডায়েটিং-এর অর্থ হল অল্প খাওয়া কিন্তু সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। ডায়েট করলে ওজন নিয়ন্ত্রণ হয় এটা সকলেই জানেন, কিন্তু ডায়েটিং মানেই খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেওয়া নয়। ইদানীং উপোস করাটাকে ওজন নিয়ন্ত্রণের অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে মনে করেন অনেকেই। কিন্তু ডায়েটিং-এর অর্থ হল অল্প খাওয়া কিন্তু সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

হেলদি ডায়েট কী ?

হেলদি ডায়েটের অর্থ হল সেই খাবার যাতে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, আয়রন, ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেটস, ফ্যাট ও সমস্ত ধরনের পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। যদি খাবারে প্রোটিনের অভাব থাকে, তাহলে শরীরে এনার্জি তৈরি হবে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। এছাড়া বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি থেকে আলাদা আলাদা রোগের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন ক্যালসিয়াম শরীরের পেশির কার্যক্ষমতা সঠিক রাখার সঙ্গে সঙ্গে মেটাবলিজম-এরও সম্পূর্ণ খেয়াল রাখে। ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে ক্ষয় পর্যন্ত হতে পারে। আবার কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এগুলো এনার্জি দেয় সঙ্গে হেলদি কোষ নির্মাণেও সাহায্য করে। আয়রন শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সারা শরীরে অক্সিজেন পৌঁছতে সাহায্য করে। আয়রনের অভাবে রক্তাল্পতার সমস্যা হয়। সুতরাং কম খেলেও, এমন খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস করতে হবে, যাতে শরীর সুস্থ থাকতে পারে।

ডায়েটিং করবেন কখন ?

ওজন যদি মাত্রাছাড়া হয়ে যায়, অনেকেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, যা কিনা ওজন আরও বাড়ায়। অবসাদের কারণ যে-হরমোন, সেটির সিক্রিশনের মাত্রা বেড়ে যায়। এটিই আমাদের শরীরে খিদে বৃদ্ধি করে। সুতরাং উচিত হচ্ছে খালি পেটে না থাকা, খাবারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সঠিক খাবার বেছে নেওয়া। খাবারে রাখুন অধিক ফাইবার-যুক্ত ডিশ এবং মিষ্টির জায়গায় রাখুন ফলের স্যালাড। ব্রেকফাস্ট করা কিন্তু জরুরি দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার ব্রেকফাস্ট। যদি ব্রেকফাস্ট মিস করেন, তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এনার্জি লস করবেন। ডিনারের পর দীর্ঘ সময় যেহেতু পেট খালি থাকে, তাই সকালে উপযুক্ত খাবার খাওয়া জরুরি। কারণ, সবসময়ই অ্যাসিড জাতীয় একপ্রকার পাচন রস উৎপন্ন হতে থাকে আমাদের পাকস্থলিতে। যদি দীর্ঘ সময় পেট খালি থাকে, তাহলে ওই রস স্টমাকের ক্ষতি করে। তাছাড়া, আমাদের স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের জন্য প্রচুর এনার্জির প্রয়োজন হয়, যার বেশিরভাগটাই জোগায় সকালের খাবার। সারাদিন শরীর সতেজ রাখার জন্যও উপযুক্ত ব্রেকফাস্ট করা জরুরি। খাবার স্টমাকে গিয়ে তা হজম হওয়ার পর এনার্জিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল মেটবলিজম। তাই, যদি ব্রেকফাস্ট না

করা হয় তাহলে ধীরে ধীরে মেটাবলিজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে অর্থাৎ হজমশক্তি কমবে। আর যদি হজমশক্তি কমে যায়, তাহলে খাবার এনার্জিতে রূপান্তরিত হবে না। ফলে শরীরে ফ্যাট জমতে শুরু করবে। অর্থাৎ যারা স্লিম হওয়ার জন্য খাওয়া কমিয়ে দেন কিংবা মাঝেমধ্যে উপোস থাকেন মনে রাখুন, যদি না খেয়ে স্টমাক খালি রাখেন, তাহলে বিপরীত ফল পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, দিনের অনেকটা সময় উপোস থাকলে রোগা হওয়ার পরিবর্তে ওয়েট বাড়বে আর লিভারের অসুখ হতে পারে। উপোসের সমস্যা যদি দেখেন উপোস করে থাকলে আপনার গ্যাস বা অম্বলের সমস্যা হচ্ছে, তা হলে বুঝতে হবে যে, আপনার উপোস করা চলবে না। যাঁদের গ্যাসট্রিক বা পেপটিক আলসারের সমস্যা আছে, বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয়, তাঁরাও উপোস করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল না খেয়ে থাকলে শরীর আর্দতা হারাতে আরম্ভ করে একটা সময়ে। চেষ্টা করুন গোটা ফল, ফলের রস, নিরামিষ স্যুপ বা ডালের জল খাওয়ার। কিছুক্ষণ পর ভারী খাবার খেতে পারেন, তবে হালকা রান্নাই ভালো। ডাল, ভাত, সবজি খেলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি রাতের খাওয়াটা আটটার মধ্যে সেরে ফেলতে পারেন। পরদিন সকাল আটটা বা সাড়ে আটটার আগে আর সলিড কিছু খাবেন না। জল খেতে পারেন। অতিরিক্ত কম খাওয়ার ফলে খুব দুর্বল লাগলে বা বমি ভাব হলেও বুঝতে হবে আপনার শরীর ডায়েটিং নিতে পারছে না। তাই একজন প্রফেশনালের থেকে ডায়েট চার্ট তৈরি করিয়ে সেটা মেনে চলুন।

বাড়িতে রোজ কী খাবেন? হালকা তেল মশলায় রান্না করা খাবার, ফল বা ছানার উপর আস্থা রাখুন। ওজন কিন্তু কেবল উপোস করলে বা কম খেয়ে থাকলেই কমবে না। আপনাকে মেনে চলতে হবে কিছু নিয়মও। ব্যায়াম করতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে, জল খেতে হবে প্রচুর। তবেই ভালো থাকবেন।

এক টুকরো পেঁয়াজ সারাবে হাজার রোগ

পেঁয়াজ শক্তি জোগায়, বিভিন্ন ভিটামিনের গুণ দিয়ে দেহকে সাবলীল রাখতে কাজ করে, হার্টের কার্যক্ষমতা, কার্ডিভাসকুলার ফাংশন ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

খেতে বসলেই অনেকের এক টুকরো পেঁয়াজ না হলে চলে না। অনেকে আবার উপকারের কথা ভেবে পেঁয়াজের রস খান। আপনি হয়তো জানলে অবাক হবেন যে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ পেঁয়াজ খেলে তা অনেক উপকারে লাগে। পেঁয়াজের সবুজ গাছ ও কলি আমরা রান্না করে খেয়ে থাকি। তবে এই কলি সামান্য লবণ মাখিয়ে চিবিয়ে রস খেয়ে ছিবড়া ফেলে দিলে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায়। তবে রান্নায় খুব বেশি পেঁয়াজ দেওয়া ভালো নয়। পেঁয়াজে আছে ভিটামিন বি১, বি২, বি৩, বি৫, বি৬, বি৯ ও ভিটামিন সি। পেঁয়াজ শরীরে শক্তি জোগায়, বিভিন্ন ভিটামিনের গুণ দিয়ে দেহকে সাবলীল রাখতে কাজ করে, হার্টের কার্যক্ষমতা ও কার্ডিভাসকুলার ফাংশন ঠিকঠাক রাখতে সাহায্য করে। উপকার পেতে হলে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়াই জরুরি, অথবা রস করে খেতে পারেন। আমরা সাধারণত রান্নায় যে পেঁয়াজ খাই, তা দিয়ে উপকার হলেও ঔষধি গুণের উপকার পাওয়া যাবে না। যাঁদের কার্ডিভাসকুলার ফাংশনে সমস্যা আছে, তাঁরা প্রতিদিন দুই চা—চামচ পেঁয়াজের রস খেলে উপকার পাবেন। হার্টের সমস্যায় প্রতিদিন খাওয়ার সময় স্যালাডে পেঁয়াজ রাখতে পারেন। অনেকেরই চোখের সমস্যা থাকে। নিয়মিত পেঁয়াজের রস খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এক টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস, সমপরিমাণ গরম জল মিশিয়ে পান করলে পেট পরিষ্কার হবে। এটা দুপুরের খাবারের পরে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

আজকাল অনেকেরই অ্যাজমার সমস্যা থাকে। এক্ষেত্রে উপকার পেতে হলে নিয়মিত দুবেলা এক চা—চামচ করে পেঁয়াজের রস খেতে পারেন। রাতে শুতে যাওয়ার আগে এক কাপ গরম জলে এক চা—চামচের চার ভাগের এক ভাগ হলুদের গুঁড়া, এক চা—চামচ পেঁয়াজের রস মিশিয়ে খেলে অ্যাজমাজনিত সমস্যার উপকার পাবেন। শরীর গরম হয়ে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। পেঁয়াজের রস

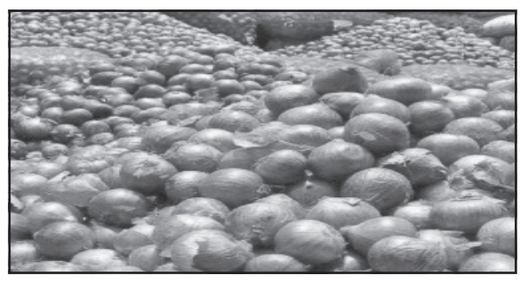

নাকে টানলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। প্রস্রাব ধারণক্ষমতা বাড়াতে এক চা—চামচ পেঁয়াজের রস আধ কাপ জলে মিশিয়ে রাতে ঘুমোনোর আগে খেতে হবে। টানা চার সপ্তাহ এই মিশ্রণ খেলে প্রস্রাবের ধারণক্ষমতা বাড়বে, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। পেঁয়াজের অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলি যে কোনও ধরনের সংক্রমণের মোকাবিলা করে। এছাড়াও পেঁয়াজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সালফার, ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন। পেঁয়াজে ফ্যাট এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কম থাকায় জ্বর, ঠান্ডা লাগার সমস্যা কমে। গ্রীষ্মের মরশুমে পেট গরম হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। যার জেরে গ্যাস-অম্বল, বদহজম লেগেই থাকে। কাঁচা পেঁয়াজ কিন্তু পেট ঠান্ডা রাখে। গ্রীষ্মে শারীরিক অস্বস্তি দূর করতেও পেঁয়াজের জুড়ি মেলা ভার। দিনে অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম পেঁয়াজ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা। গ্রীষ্মকালে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ এড়াতে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া যেতে পারে।

অর্শ নিরাময়েও পেঁয়াজের জুড়ি মেলা ভার। এক চা—চামচ পেঁয়াজের রস সমপরিমাণ জলে মিশিয়ে খেলে ধীরে ধীরে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। দুপুরে সবজি, স্যালাডে পেঁয়াজ খেতে পারলে কোষ্ঠকাঠিন্য কমতে থাকবে এবং পায়ুপথের যে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানের সূচনা মঞ্চে রাজ্যপাল নাল্লু।

তেলেঙ্গানায় দলত্যাগী ১০ বিধায়কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ৩ মাস সময় বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : তেলেঙ্গানা বিধানসভার অধ্যক্ষকে তিন মাসের মধ্যে ১০ জন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) বিধায়কের দলত্যাগ সংক্রান্ত অযোগ্যতা মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই ১০ জন বিধায়ক গত বছর রাজ্যের শাসক দল কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাই-এর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষে ওই নির্দেশ দিয়েছে। মামলাটি করেছিলেন বিআরএস দলের কার্যকরী সভাপতি কে.টি. রামা রাও, দলের আরও কয়েকজন বিধায়ক এবং বিধানসভায় বিজেপি-র দলনেতা এ. মাহেশ্বর রেড্ডি।

সুপ্রিম কোর্টে বিআরএস নেতারা আবেদন জানান, অধ্যক্ষকে দ্রুত অযোগ্যতা সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করতে বলা হোক। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে এবং নির্দেশ দেয়, যত দ্রুত সম্ভব এবং অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ তেলেঙ্গানা হাই কোর্টের আগের রায়ও খারিজ করে দেয়। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, আদালত অধ্যক্ষকে সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে না। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছে, অধ্যক্ষকে কোনও সাংবিধানিক বিশেষাধিকারভুক্ত নন, তিনি কার্যত একটি ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা পালন করছেন।বিআরএস-র পক্ষের আইনজীবী মোহিত কে. রাও জানান, যদি কোনও বিধায়ক অযোগ্যতা প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে অধ্যক্ষকে তাঁদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে বলেছে, যদি অধ্যক্ষ পাঁচ বছর ধরে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে আবেদনগুলো ঝুলিয়ে রাখেন, তবে তা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে হাই কোর্টের একক বেঞ্চ অধ্যক্ষকে চার সপ্তাহের মধ্যে শুনানির সময়সূচি প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু নভেম্বর মাসে বিধানসভা সচিবের আবেদনে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ওই আদেশ বাতিল করে দেয় এবং সংবিধানের ১০ নম্বর তফসিল অনুযায়ী 'উপযুক্ত সময়ের মধ্যে' সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেয়।

বিআরএস ওই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ চায়। প্রসঙ্গত, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিআরএস অধ্যক্ষ গাড্ডাম প্রসাদ কুমারকে অনুরোধ জানায়, যেন গত বছর মার্চ থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ১০ জন বিআরএস বিধায়ককে অবিলম্বে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।এই ১০ জন বিধায়ক হলেন, দানম নাগেন্দ্র (খৈরতাবাদ), তেল্লাম ভেঙ্কট রাও (ভদ্রাচলাম), কাদিয়াম শ্রীহারি (স্টেশন ঘনপুর), পোচারাম শ্রীনিবাস রেড্ডি (বাঁসওয়াড়া), এম. সঞ্জয় কুমার (জগতিয়াল), আরেকাপুদি গান্ধি (সেরিলিংগাম্পল্লি), টি. প্রকাশ গৌড় (রাজেন্দ্রনগর), বি. কৃষ্ণ মোহন রেড্ডি (গদওয়াল), জি. মহিপাল রেড্ডি (পটানচেরু) এবং কালে ইয়াদাইয়া (চেভেল্লা)।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝে বিরোধীদের ওয়াকআউট, তীব্র সমালোচনা জে পি নড্ডার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্য চলাকালীন বিরোধীদের ওয়াকআউটের ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যসভার নেতা ও বিজেপি সভাপতি জে.পি. নড্ডা। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় অধিবেশন দ্বিতীয়বারের মতো মুলতবি হওয়ার ঠিক আগে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর বিরোধীদের হট্টগোলের কারণে প্রথমে তা দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়। পরে দ্বিতীয় দফার মুলতবির আগে নড্ডা বিরোধীদের আচরণকে 'দ্বিমুখী নীতি' হিসেবে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, গতকাল অপারেশন সিঁদুর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, তখনই কিছু বিরোধী দল ওয়াকআউট করল। অথচ ২০০৮ সালের মুম্বই সন্ত্রাস হামলার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং উভয় কক্ষেই আলোচনা হয়েছিল। নড্ডা আরও জানান, সেই সময় লোকসভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী। তবে রাজ্যসভায় শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই জবাব দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, বিজনেস এডভাইজারি কমিটির (বিএসি) বৈঠকে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, আলোচনায় কে জবাব দেবেন তা নির্ধারণ করার অধিকার সরকারের রয়েছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বদলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে কোনও সাংবিধানিক বাধা ছিল না।

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে নড্ডা বলেন, যারা সরকার থেকে তথ্য চেয়ে আলোচনা দাবি করেছিল, তারাই যখন সুযোগ এল, তখন ওয়াকআউট করে চলে গেল। এটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করছে এবং তাঁদের দাবি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

অবশেষে বিরোধীদের লাগাতার স্লোগান এবং বিশৃঙ্খলার জেরে রাজ্যসভা ফের দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বুধবার থেকেই বিরোধীরা দাবি জানাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বক্তব্য দিন। প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে অমিত শাহ বক্তব্য শুরু করতেই বিরোধীরা সংসদ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই ঘটনা সংসদীয় রীতি ও দায়িত্ব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। ট্র্যাজেডির মুহূর্তে আলোচনার নামে রাজনৈতিক কৌশল কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন বিশ্লেষকরা।

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপ ও ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে তীব্র মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত ও রাশিয়া সম্পর্কের বিষয়ে এক তীব্র মন্তব্য করেছেন। একদিন আগে ভারত থেকে আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণার পর, তিনি আরও একধাপ এগিয়ে ভারত এবং রাশিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম "ট্রুথ সোশ্যাল"-এ একটি পোস্টে জানান, তিনি ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন না এবং বলেছেন, 'তারা তাদের মৃত অর্থনীতিগুলো একসাথে ডুবিয়ে দিতে পারে, আমার কিছু যায় আসে না।'

ট্রাম্পের এই মন্তব্য তার প্রশাসনের ভারত-বিষয়ক নীতি ও কৌশল নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতে খুব কম ব্যবসা করি, তাদের শুল্ক অত্যন্ত বেশি, পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। সেই সঙ্গে, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় কোনও বাণিজ্য নেই। চলুক এমনই।'এছাড়াও, ট্রাম্প রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, যিনি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সশব্দ বিরোধিতা করেছেন। ট্রাম্প বলেন, 'মেদভেদেভ, যে কখনও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিল, তার কথাবার্তা সাবধানে বলবে। সে বিপজ্জনক অঞ্চল অতিক্রম করছে।'ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের বিষয়ে আরও বক্তব্য রেখে ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন যে ভারত দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া থেকে প্রায় সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম কিনেছে। 'ভারত রাশিয়ার সবচেয়ে বড় জ্বালানি ক্রেতা, চীনসহ, এমন সময়ে যখন পশ্চিমী বিশ্বের অনেক দেশ চায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করুক,' তিনি বলেন। ট্রাম্পের এই মন্তব্য ভারতের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্কের একটি নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

ট্রাম্পের মন্তব্যের পর, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছি এবং এর প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করছি। ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র গত কয়েক মাস ধরে একটি সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ এবং পারস্পরিকভাবে উপকারী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। আমরা এই লক্ষ্যেই কাজ চালিয়ে যাব।'

ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, সরকার দেশের কৃষক, উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় সব পদক্ষেপ নেবে, যেমনটি পূর্ববর্তী বাণিজ্য চুক্তি, যেমন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সম্প্রতি হওয়া সর্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, ট্রাম্প পাকিস্তানের সঙ্গে একটি তেল চুক্তির বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তানকে সহায়তা করতে এক চুক্তি সম্পাদন করেছি, যেখানে পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে পাকিস্তানের বিশাল তেল খনিজ সম্পদ বিকাশে কাজ করবে।' এই চুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য না আসলেও, এটি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চরম উত্তেজনায় রয়েছে। বর্তমানে ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, বিশেষ করে পেহালগাম সন্ত্রাসী হামলার পর। এই হামলা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে শোচনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে দুই দেশের মধ্যে আগের যে অস্থির সম্পর্ক ছিল তা আরও সংকটময় হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে তেল চুক্তি সম্পর্কে ট্রাম্পের মন্তব্য, বিশেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ অবস্থান নেয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই কঠোর মন্তব্য ও শুল্ক আরোপ ভারতের সঙ্গে তার প্রশাসনের সম্পর্কের নতুন মূর্তিতে তুলে ধরছে। ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া এলেও, এই নতুন উত্তেজনা দুই দেশের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠিয়েছে। বিশেষত, রাশিয়া এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ভারতকে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

রাহুলের মন্তব্য

● প্রথম পাতার পর

রাহুল গান্ধী আসলে ভারত এবং ভারতবাসীকে ঘৃণা প্রকাশ করছেন। কোনও সুস্থ বুদ্ধির ভারতীয় এমন কথা বলতে পারেন না। কে. অনামলাই রাহুল গান্ধীর তুলনা করেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের সঙ্গে। বলেন, একজন ভারতের পক্ষে কথা বলেন, আর একজন বিদেশি শক্তির মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, বিশ্ব যেখানে ভারতকে একমাত্র আশার আলো হিসেবে দেখছে, সেখানে রাহুল গান্ধী অন্ধ হয়ে সেই আলোকে অস্বীকার করছেন। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তুঙ্গে। বিজেপি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এ ধরনের মন্তব্য শুধু অপমানজনক নয়, বরং জাতীয় ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

প্রধান সমাজপতিদের সুবিধা প্রদানে

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে তার সংশোধনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন সংশোধনী অনুসারে তাঁদের মধ্যে যারা চাকুরিজীবী ও পেনশনার রয়েছেন তাঁরাও উপকৃত হবেন। এই পদক্ষেপ রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে প্রধান সমাজপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি এক অনন্য স্বীকৃতি।

কৃষকদের

● প্রথম পাতার পর

চারা রোপনের কর্মসূচিতে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ধানের চারা রোপন করেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ।

পুলিশের গাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

মালাকার সহ ঊনকোটি জেলার আরক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ডিআইজি নর্দান রতি রঞ্জন দেবনাথ সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান, অতিরিক্ত গতির কারণের গতকাল রাতে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফের হামলা, জম্পুইজলা

● প্রথম পাতার পর

কোন কর্মসূচি হাতে নিলেই সেখানে আক্রমণ করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা বিপিন দেববর্মা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার আশারামবাড়িতে একইভাবে বিজেপির কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর 'মান কি বাত ' শ্রবণ অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছিল তিপ্রা মথা। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পুনরায় শাসকদলের উপর হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫

● প্রথম পাতার পর

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের উপর উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। আর ৬৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন উভয় কক্ষের নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্যসভার নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যরা এই ভোটে অংশগ্রহণ করেন। কমিশন জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধি, ১৯৭৪-এর রুল ৪০ অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর হালনাগাদ তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সদস্যদের নাম ও ঠিকানা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিকভাবে ধারাবাহিক সিরিয়ালে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই হালনাগাদ তালিকা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করবে, বলে কমিশনের দাবি। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন শীঘ্রই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে চলেছে।

উল্লেখ্য, উপ-রাষ্ট্রপতি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। তিনি একসঙ্গে রাজ্যসভার পদাধিকারভিত্তিক চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। সম্প্রতি জগদীপ ধনখড় স্বাস্থ্যজনিত কারণে পদত্যাগ করেছেন। তাই, মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার পর এখন রাজনৈতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রার্থীতালিকা এবং ভোটগ্রহণের নির্দিষ্ট সময়সূচির জন্য।

পার্টি অফিসের

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়া নিয়ে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। তাদের জমানায় ১০,৩২৩ শিক্ষকের মামলা এখন ইতিহাসের অংশ।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা অভিযোগ করেন সিপিএম মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, আগে সরকারী কর্মীদের ডিএ এর জন্য আন্দোলন করতে হয়েছিল। কিন্তু আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কোন কর্মচারীকে আন্দোলন করতে হয়নি। আমি কেন্দ্রের সাথে ডিএ ব্যবধে হ্রাস করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। এর আগে কর্মচারীদের বদলির জন্য ঘুষ দিতে হয়েছিল। এখন কেউ দাবি করতে পারে না যে অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আগরতলাতেই শুধু নয়, রাজ্যের জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতেও আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করা হচ্ছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে। লিভার ও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার মতো পরিকাঠামো তৈরি করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ.জি.এম.সি.-তে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সুপার স্পেশালিটি ব্লক তৈরি করা হয়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী এম.বি.বি.এস, ডেন্টাল সায়েন্স, নার্সিং প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে পারছে। রাজ্যে রেফারেল হাসপাতালগুলি সহ অন্যান্য হাসপাতালেও সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আরও আন্তরিক হতে হবে। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য চিকিৎসকদের আরও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালগুলি পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৫ লক্ষ ১৬ হাজার মানুষকে আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ১৭ কোটি টাকা সহায়তা করা হয়েছে। চক্ষু চিকিৎসার জন্য আগরতলায় রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজি স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলার ডেন্টাল কলেজের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই কলেজটিকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডেন্টাল কলেজে উন্নীত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচ পি শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যুগ্ম অধিকর্তা অলক দেব, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষা ডাঃ শালু রাই সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ

● প্রথম পাতার পর

দুদিক থেকে আটকে পর প্রচুর যানবাহন। ভোগান্তির শিকার হন নিত্য যাত্রীরা।

অবরোধের খবর পেয়ে করবুক মহকুমার শাসকের কার্যালয় থেকে ডিসিএম সহ এক প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। বেহাল রাস্তাটি পরিদর্শন করেন। পরে অবরোধস্থলে এসে এলাকাবাসীদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে। এই লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে দীর্ঘ প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে চলা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন অবরোধকারীরা।

সার নিয়ে নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণা করেছে। তা নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এদিকে, সংসদে বিরোধী সাংসদরা কয়েক দিন ধরে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি জানিয়ে আসছেন। অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে আইনি প্রশ্ন তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৬৭ লাখ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সেপ্টেম্বরের পর প্রকাশিত হওয়ার কথা।

'সক্ষম বিনিয়োগকারী' ক্যাম্পেইন শুরু, ১০০ দিনে অপ্রাপ্ত লভ্যাংশ পুনরুদ্ধার এবং কেওয়াইসি আপডেটের লক্ষ্যে উদ্যোগ

নতুন দিল্লি, ৩১ জুলাই : ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ), যা বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে, সম্প্রতি একটি ১০০ দিনের জাতীয় ক্যাম্পেইন 'সক্ষম বিনিয়োগকারী' শুরু করেছে। এই ক্যাম্পেইনটি ২৮ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। এর উদ্দেশ্য হল শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে অপ্রাপ্ত লভ্যাংশ সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে কেওয়াইসি এবং মনোনয়ন সম্পর্কিত তথ্য আপডেট করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে গাইড করা, যাতে তারা তাদের অধিকারী লভ্যাংশ পুনরুদ্ধার করতে পারে।

আইইপিএফএ জানিয়েছে, যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা সময়মতো তাদের তথ্য আপডেট করেন না, তাদের লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলি আইইপিএফএ তে স্থানান্তরিত হয়ে যেতে পারে। এই কারণে, ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে তারা তাদের অপ্রাপ্ত লভ্যাংশ পুনরুদ্ধার করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত লভ্যাংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

'সক্ষম বিনিয়োগকারী' ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য হলো শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে অপ্রাপ্ত লভ্যাংশ সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের কেওয়াইসি ও মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে আপডেট করার মাধ্যমে তাদের অধিকারী লভ্যাংশ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা। ক্যাম্পেইনটি শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে তারা সময়মতো তাদের তথ্য আপডেট করে ভবিষ্যতে সরাসরি কোম্পানির কাছ থেকে লভ্যাংশ পেতে পারেন এবং তাদের লভ্যাংশ ও শেয়ার আইইপিএফএতে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারেন। এর ফলে, কোম্পানির মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ সরাসরি প্রদান করা সহজ এবং সঠিকভাবে হতে পারে।

আইইপিএফএ এই ক্যাম্পেইনটি চালু করেছে যাতে শেয়ারহোল্ডাররা তাদের তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অপ্রাপ্ত লভ্যাংশ পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাদের বিনিয়োগের লাভজনকতা বজায় রাখতে পারে। ক্যাম্পেইনটির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা জানবে কীভাবে সঠিক পদক্ষেপ নিলে তারা তাদের বিনিয়োগে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারেন।

আইইপিএফএ শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা নানা ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'নিবেশক দিদি' নামক একটি উদ্যোগ, যা নারী বিনিয়োগকারীদের আর্থিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক। এছাড়া, 'নিবেশক পঞ্চায়েত' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। 'নিবেশক শিবির' নামক একটি উদ্যোগও রয়েছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি তাদের কেওয়াইসি ও মনোনয়ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

আইইপিএফএ এসব উদ্যোগের মাধ্যমে সারা দেশে আর্থিক সচেতনতা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে, যাতে দেশের প্রতিটি বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগকে নিরাপদ ও লাভজনকভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

এ মাসের শুরুতে, ভারতীয় পোস্ট অফিস বিভাগ (ডিওপি) এবং মিউচুয়াল ফান্ডস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এএমএফআই) একত্রিত হয়ে প্রায় ২৪.১৩ কোটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য কেওয়াইসি যাচাই প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটি ১৯.০৪ কোটি ফোলিওকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ইক্যুইটি, হাইব্রিড এবং সলিউশন-ওরিয়েন্টেড স্কিমগুলিতে রয়েছে। গত এক বছরে মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন চু২৩ তে প্রায় ৪ মিলিয়ন নতুন বিনিয়োগকারী, চু২৪ তে ৬.৯ মিলিয়ন এবং চু২৫ তে ৯.৭ মিলিয়ন নতুন বিনিয়োগকারী যোগ হয়েছে।

এই সহযোগিতার ফলে, ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি তাদের কেওয়াইসি প্রক্রিয়া আরও সহজ এবং দ্রুত করতে পারবে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি করবে এবং সমগ্র দেশে অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। 'সক্ষম বিনিয়োগকারী' ক্যাম্পেইন এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উদ্যোগগুলি দেশের শেয়ারহোল্ডার এবং মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি শুধুমাত্র তাদের অধিকারী লভ্যাংশ পুনরুদ্ধার ও সরাসরি পেতে সাহায্য করবে, বরং আর্থিক সচেতনতা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আইইপিএফএ এবং এএমএফআই এর যৌথ উদ্যোগ ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অপারেশনাল দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

অসমে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে প্রাইভেট কোম্পানির পলাতক পরিচালককে গ্রেফতার করেছে সিবিআই

গুয়াহাটি, ৩১ জুলাই : অসমে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে সিবিআই কলকাতা থেকে এক অভিযুক্ত পলাতক আসামি অজয় কুমার ওরফে রাজু গুপ্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি আইডল ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ কোম্পানিজের তৎকালীন পরিচালক ছিলেন। গতকাল বুধবার তাঁকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে।

গত ৬ মে ২০১৩ সালে অসম সরকার কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৪ সালে ৯ মে সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ অনুসারে সিবিআই মামলাটি নথিভুক্ত করেছিল। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, কোম্পানির পরিচালকরা 'আইডল ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, আইডল ইন্ডিয়া ডিবেঞ্চার ট্রাস্ট, আইডল ইন্ডিয়া প্রজেক্টস লিমিটেড' নামে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আসামের নিরীহ জনগণের কাছ থেকে সুদসহ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করেছিলেন এবং তা আত্মসাৎ করেছেন।

তদন্তের পর ২০২২ সালের ২২ ডিসেম্বর সিবিআই অভিযুক্ত অজয় কুমার ওরফে রাজু গুপ্ত এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গুয়াহাটির সিবিআইয়ের বিশেষ বিচারকের আদালতে আইপিসির ১২০বি, ৪০৬, ৪০৯, ৪২০ এবং পিসিএমএস আইনের ৪, ৫, ৬ ধারায় চার্জশিট দাখিল করে।

অভিযুক্ত অজয় কুমার ওরফে রাজু গুপ্ত বহু বছর ধরে পলাতক ছিলেন এবং গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করছিলেন। কলকাতায় তার বর্তমান অবস্থান সনাক্ত করার জন্য সিবিআই দল যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যার ফলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বারাসাতে উত্তর ২৪ পরগণার লেফটেন্যান্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, যিনি তার ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

১২৭ বছর পর ভারতের কাছে ফিরল বুদ্ধের পবিত্র অভিলাষী গহনা

নতুন দিল্লি, ৩১ জুলাই : ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে, বুদ্ধের পবিত্র গহনা ১২৭ বছর পর আজ ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গহনাগুলি ১৮৯৮ সালে পিপ্রহওয়া (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর আজ তাদের প্রত্যাবর্তন হলো।

পিপ্রহওয়া স্তূপের কাছ থেকে গহনাগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন বৃটিশ প্রকৌশলী উইলিয়াম ক্ল্যাকস্টন পেপে। তখনকার সময়ে, এই গহনাগুলি বুদ্ধের স্মৃতি এবং সাক্য গোত্রের (বুদ্ধের আত্মীয়দের) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে ছিল রিলিকুয়ারি, স্ফটিকের বাক্স, অলঙ্কার এবং পুড়ে যাওয়া মানব দেহাবশেষ। গহনাগুলির মধ্যে থাকা একটি লিপি দ্বারা এই তথ্য নিশ্চিত হয় যে এগুলি সাক্য গোত্রের ছিল, যারা বুদ্ধের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত।

গত কয়েক মাস আগে, গহনাগুলি একটি সোথেবি''স নিলামে হংকংয়ে উঠে আসে। এই নিলামের তালিকায় সোনালি, গারনেট এবং স্ফটিক অলঙ্কারের সঙ্গে ১৮৯৮ সালে আবিষ্কৃত গহনাগুলির একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য এক বিরাট আঘাত ছিল, কারণ এই গহনাগুলি ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারত সরকার এই গহনাগুলির নিলামে বিক্রি হওয়া প্রতিরোধে উদ্যোগ নেয় এবং কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা শুরু করে। বিদেশ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং ভারতের মিশনগুলো হংকং ও লন্ডনে কূটনৈতিক চাপে সৃষ্টি করে, যাতে গহনাগুলির নিলাম বন্ধ হয় এবং সেগুলি পুনরুদ্ধার করা যায়।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশন, যা ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পৃথিবীজুড়ে বৌদ্ধ নেটওয়ার্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে এবং নৈতিক চাপ তৈরি করে গহনাগুলির বিক্রির বিরুদ্ধে। আইবিসি এর মহাপরিচালক অভিজিৎ হালদার বলেন, 'পিপ্রহওয়া গহনাগুলির ফেরত আসা শুধু প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহ্যের একটি বিষয় নয়, এটি একটি জীবন্ত ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্মৃতির পুনরুদ্ধার। প্রধানমন্ত্রী ভ্রুঞ্জরেন্দ্রঞ্জ মোদির নেতৃত্বে, ভারত দেখিয়েছে যে কূটনীতি কিভাবে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

পিপ্রহওয়া গহনাগুলির ফিরতি একটি আনুষ্ঠানিক উপলক্ষে ৩০ জুলাই, ২০২৫, নতুন দিল্লিতে একটি গৌরবময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কূটনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গহনাগুলির প্রতিস্থাপন এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে তাদের জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে এগুলি জনসাধারণ এবং গবেষকদের জন্য প্রদর্শিত হবে। গহনাগুলির একটি স্থায়ী স্থান হিসেবে সারণাথ, কুশীনগর বা লুম্বিনি-কপিলাবস্তু করিডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থানগুলিতে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লুম্বিনি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরবিন্দ কুমার সিংহ, যিনি গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, এই ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'এই ঐতিহাসিক পুনরুদ্ধার ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এটি শুধু গহনাগুলির ফেরত আসা নয়, এটি ভারতের আত্মার ফেরত আসা।'

বুদ্ধের পবিত্র গহনাগুলির ফেরত আসা ভারতের ইতিহাসের একটি সোনালি অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে, যেখানে কূটনীতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ একসঙ্গে কাজ করেছে দেশের ঐতিহ্য রক্ষায়। ভারত, যা পৃথিবীজুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি, একে নতুন করে সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি অমূল্য অংশকে ফিরিয়ে পেয়েছে।

এই মুহূর্তটি শুধু ভারতের জন্যই নয়, পৃথিবীজুড়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস এবং ইতিহাসের একটি অমূল্য অংশের পুনরুদ্ধার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নোয়িদায় সংবাদ চ্যানেল স্টুডিওতে মৌলানা সাজিদ রশিদিকে চড়, শান্তির অবজ্ঞা এবং অভিযোগের তদন্ত শুরু

নোয়িদা, ৩১ জুলাই : নোয়িদায় একটি সংবাদ চ্যানেল, তিনজন সমাজবাদী পার্টির কর্মী এবং এক মুসলিম মৌলানার বিরুদ্ধে শান্তির অবজ্ঞা এবং অপমানজনক আচরণের অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল যখন মৌলানা সাজিদ রশিদি সম্প্রতি এমপি ডিম্পল যাদবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন এবং সেই মন্তব্যের পর স্টুডিওর মধ্যে তাকে চড় মারা হয়।

সংবাদ চ্যানেলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মৌলানা সাজিদ রশিদি, যিনি সম্প্রতি একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানেই অংশ নেন, এমপি ডিম্পল যাদবের মসজিদ পরিদর্শন নিয়ে কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন। তার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় নোয়িদার সংবাদ চ্যানেলটির স্টুডিওতে ওই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাকে চড় মারা হয়। একাধিক যুবক এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যা পরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়।

অভিযুক্ত যুবকরা, যাদের মধ্যে শ্যাম সিং, মোহিত এবং কুলদীপ ভাটি নামে তিনজন সমাজবাদী পার্টির কর্মী রয়েছেন, ভিডিওতে তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে এবং নিজেদের কাজের সপক্ষে দাবি করে বলেন যে, মৌলানা রশিদি এমপি ডিম্পল যাদবকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন। কুলদীপ ভাটি, যিনি সমাজবাদী পার্টির যুবজন সভার রাজ্য সচিব হিসেবে পরিচিত, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেন, 'যেকোনো ব্যক্তি যে ভারতের মহিলাদের বিরুদ্ধে এমন আপত্তিজনক মন্তব্য করবে, তাকে এইভাবে সম্বোধন করা হবে।'

রশিদি অভিযোগ করেছেন যে তার মন্তব্যকে রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এই মন্তব্যের পরই তার বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক নাটক তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি কারো অপমান করতে চাইনি, আমি ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছিলাম। যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি, তা মানে এই নয় যে আমাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত।'

মৌলানা আরও বলেন, 'এটি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রচার, যা তার পক্ষে ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করব এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে পদক্ষেপ নেব।'

নোয়িদা সেক্টর ১২৬ থানার পুলিশ জানান, সংবাদ চ্যানেলের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শান্তির অবজ্ঞা, শারীরিক আক্রমণ এবং অশোভন আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিশেষত, ১১৫, ৩৫১, এবং ৩৫২ ধারায় এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের ইনচার্জ ভুপেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, 'মৌলানা রশিদি এবং সমাজবাদী পার্টির কর্মীরা, যারা এই ঘটনায় জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

ঘটনার পর মৌলানা সাজিদ রশিদি সামাজিক মাধ্যমে হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার পর থেকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে হুমকি পাচ্ছি। আমি দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশকে আমার নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছি। আমি সেক্টর ১২৬ থানায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছি।'

এদিকে, শ্যাম সিং, যে ব্যক্তি মৌলানাকে চড় মেরেছে, তার দাবি, মৌলানা রশিদি এমপি ডিম্পল যাদবকে অপমান করেছেন এবং তার মন্তব্যের জন্য তিনি উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত। তিনি আরও বলেন, 'এটি রাজনৈতিক নাটক নয়, এটি শান্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

এখন, নোয়িদা পুলিশ তদন্তের মাধ্যমে সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এবং বিষয়টি আদালতের সামনে নিয়ে যাবে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যে সকল ব্যক্তি শান্তির শর্ত ভঙ্গ করবে এবং জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছেন, এই ধরনের ঘটনা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করতে পারে। বিশেষত, যখন বিষয়টি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়।

এটি একটি অত্যন্ত সঙ্ঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি, যা শীঘ্রই সমাজে বড় ধরনের আলোচনা এবং বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। তবে, পুলিশ ও প্রশাসন এর সুষ্ঠু তদন্ত এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছে।

এখন দেখার বিষয় হলো, এই ঘটনার পরবর্তী আইনি এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ কি হয় এবং এর ফলে কোথায় দাঁড়াবে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

উত্তর চীনে ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে ৩০ জনের বেশি নিহত, ব্যাহত জনজীবন

বেইজিং, ৩১ জুলাই : উত্তর চীনে প্রবল বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের কারণে ৩০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম মঙ্গলবার জানিয়েছে, ব্যাপক বৃষ্টিতে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হয়েছে। এছাড়া, শতাধিক সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে এবং ১৩০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ রাজধানী বেইজিং, প্রতিবেশী হেবেই এবং তিয়ানজিনসহ উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ চীনের আরও দশটি প্রদেশের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। সিনহুয়া বেইজিংয়ের পৌর বন্যা নিয়ন্ত্রণ সদর দফতরের বরাত দিয়ে বলেছে, সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত 'ভারী বৃষ্টির সর্বশেষ দফায় বেইজিংয়ে ৩০ জন নিহত হয়েছেন।'

স্থানীয় রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বেইজিং ডেইলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছে, শুধুমাত্র চীনা রাজধানীতেই ৮০,০০০-এর বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহরের কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্বে মিয়ুন নামক শহরতলির জেলায় মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

এএফপি সাংবাদিকরা জিনানঝুয়াং নামে একটি গ্রামে গিয়ে দেখেছেন, ঘোলা পানিতে বাড়িঘর, গাড়ি এবং একটি মহাসড়কের দিকে যাওয়ার রাস্তা ডুবে গেছে। একজন স্থানীয় ষাটোর্ধ ব্যক্তি বলেছেন, তিনি কখনও এত বেশি পানির স্তর দেখেননি।

কাছেই, মিয়ুন বাঁধ থেকে স্লুইস গেট দিয়ে প্রবল বেগে পানি বের হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৫৯ সালে এটি নির্মাণের পর থেকে বাঁধের পানির স্তর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, শহরের উত্তরে হুয়াইরু জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ফাংশানও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেইজিং ডেইলি জানিয়েছে, কয়েক ডজন সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে এবং ১৩০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, 'অনুগ্রহ করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সতর্কতার দিকে মনোযোগ দিন এবং প্রয়োজন না হলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যাবেন না।'

এদিকে, রাজধানী ঘিরে থাকা হেবেই প্রদেশে চেংদে শহরের কাছে একটি গ্রামে ভূমিধসে আটজন নিহত হয়েছেন এবং চারজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার কেন্দ্র সিসিটিভি মঙ্গলবার জানিয়েছে। হেবেইয়ের রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন জানিয়েছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক বন্যার সতর্কতা জারি করেছে এবং চেংদে শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সোমবার সন্ধ্যায় কর্তৃপক্ষকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পনা করতে এবং বন্যা-আক্রান্ত এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন।

বেইজিং ডেইলি জানিয়েছে, স্থানীয় কর্মকর্তারা 'নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান ও উদ্ধারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন... এবং হতাহতের সংখ্যা কমাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।'

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবিতে সিপিআইএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই : বর্তমানে ত্রিপুরা বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার নিয়ে উশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আর এই সমস্ত বিষয়কে হাতছাড়া করতে চাইছে না রাজ্যের বিরোধী দল সিপিআইএম। জনগণের চিৎকার লাঞ্ছনার বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে সরব হলেন সিপিআইএম দল। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্মার্ট মিটার বসানো সিদ্ধান্ত বাতিল করা, বর্ধিত জলকর, বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ বাজার কাঁপিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা আয়োজন করেন।

প্রথমে মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ দুর্গাদাস শিকদার স্মৃতি ভবন সিপিআইএম জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন পদ কাঁপিয়ে জেলা কার্যালয়ের সামনে এক পথসভায় মিলিত হন। উক্ত মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা, সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার, সিপিএম সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

দুর্গাপূজায় তেলিয়ামুড়ার বিশেষ আকর্ষণ টিএসআর ১২নং ব্যাটেলিয়ানে খুঁটিপূজা সম্পন্ন

তেলিয়ামুড়া, ৩১ জুলাই: একটা সময়ে তেলিয়ামুড়াতে দুর্গাপূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল টিএসআর ১২নং ব্যাটেলিয়ানের পূজা আয়োজন। তবে বিগত ৫-৬ বছর যাবত ছোট পরিসরে পূজার আয়োজন করার পর, এ বছর বেশ সমারোহের সাথে আয়োজন হতে চলেছে দুর্গাপূজার।

আজকে খুঁটিপূজা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই কথা জানালেন টিএসআর দ্বাদশ ব্যাটেলিয়ান। ডেপুটি কমান্ডেন্ট সুবোধ চন্দ্র দাস কে সাথে নিয়ে কমান্ডেন্ট অশোক কুমার সিনহা জানান, ঐতিহ্য অনুযায়ী টিএসআর এর দ্বাদশ ব্যাটেলিয়ান এবার চাকমাঘাটে ব্যাপক উৎসাহের সাথে দুর্গাপূজা আয়োজন করতে চলেছে। মূলত এবারের পূজায় থিম হিসেবে থাকবে কাল্পনিক প্যান্ডেল সহ নব দুর্গাকে উপস্থাপিত করা হবে।

বিগত বছরগুলোর মত এবারও তেলিয়ামুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সাধারণ মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে টিএসআর দ্বাদশ ব্যাটেলিয়ানের এ বছরের দূর্গাপূজা আয়োজন, এমনটাই আশাবাদী কমান্ড্যান্ট সহ অন্যান্যরা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বরাবর নিজেদের মতো করে নিজেদের উদ্যোগে টিএসআর জওয়ানরা পূজা আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকে।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত যুবক

আগরতলা, ৩১ জুলাই: গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। দমকল কর্মী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় আহত যুবকের পা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনা আগরতলা যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ দুপুরে যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি এলাকায় যান দুর্ঘটনার খবর আসে। সাথে সাথে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি আড়ালিয়ার বাসিন্দা নকুল ঋষি দাস নামে এক যুবককে ধাক্কা মারে। তাতে গুরুতর আহত হয় ওই যুবক।

বিজয়নগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ জুলাই:বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর ইন্সপেক্টোরেট এর অধীনে বিজয়নগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরন্ময় রায় ও অন্যান্য শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের কিচেন গার্ডেন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ রায় বৃক্ষরোপণের জন্য ফুল, ফল ও ঔষুধি গাছের চারা দিয়ে সহযোগিতা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরন্ময় রায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফুল, ফল ও ঔষুধি বৃক্ষ রোপন করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই গাছগুলি যত্ন করার অঙ্গীকার করেন। এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত খুশি।

বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত গণেশ পূজার প্যান্ডেলের খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই:বৃহস্পতিবার বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত গণেশ পূজার প্যান্ডেলের খুঁটি পূজার আয়োজন করা হয়। এই খুঁটি পূজায় উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি তপন দাস, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস সহ অন্যান্যরা।

মন্ডল সভাপতি তপন দাস বিশালগড় মন্ডলের গণেশ পূজায় গোটা রাজ্যবাসীকে সামিল হয়ে আনন্দ উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। এরপরই শুরু হবে একের পর এক বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ উৎসবগুলো। এরই মাঝে দামামা বেজে গেছে গণেশ পুজোর। আর গনেশ পুজোকে কেন্দ্র করে সারম্বরে আয়োজন থাকে গোটা বিশালগড় মহকুমাবাসীর জন্য। তাছাড়া সকল রাজ্যবাসীকে গনেশ পুজোতে উপস্থিত থেকে পুজোর আনন্দ অপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশালগড় মন্ডল সভাপতি তথা তপন দাস।

শিক্ষক-শিক্ষিকার দেখা নেই বিদ্যালয়ে, পড়াশোনা না করেই বাড়ি ফিরতে হল ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই:ইন্সপেক্টর অফ স্কুল মান্দাইয়ের অন্তর্গত প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন স্কুলের পড়াশোনা, ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তা লাটে উঠেছে। এমনই শিক্ষা এবং ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তাহিনতা,শিক্ষক শিক্ষিকাদের কর্তব্যে চরম গাফিলতির দৃশ্য ওঠে এলো ইন্সপেক্টর অফ মান্দাইয়ের তুইসা রাঙচাককামী জেবি স্কুল থেকে। সময় মতো শিক্ষক শিক্ষিকা এমনকি বিদ্যালয়ের ইনচার্জ পর্যন্ত নেই বিদ্যালয়ে। ছাত্র ছাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়িতে চলে গেল।স্কুলের বারান্দায় ঝুলানো বিদ্যুতের মিটার যাতে যে কোনো সময় বিপত্তি ঘটতে পারে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এক শিক্ষিকা জানান, তিনিও ১০ দিন পরে ছুটি কাটিয়ে এসেছেন কিন্তু ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে ইনচার্জ সহ বাকিদের দেখা নেই। জনজাতি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় অভিভাবকদের দাবি অবিলম্বে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক। নাহলে এলাকার ছোট ছোট পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে কমলপুরে আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও কমলপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষের উদ্বোধন হবে ৩ রা আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩১ জুলাই: দীর্ঘ অপেক্ষার পর আগামী ৩রা আগস্ট কমলপুর শহরে কমলপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অধীন আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও কমলপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষ উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়েছে। বহু বছর অপেক্ষার পর এদিন কমলপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অধীন ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও কমলপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা।

তাছাড়া এদিন উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, কমলপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার সহ রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গল টাইগার বনাম ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল বডির সাথে আমন্ত্রণমূলক প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এদিন কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে বেঙ্গল টাইগার দলে আকর্ষণ হিসাবে খেলবেন পশ্চিমবঙ্গের টলিউডের তারকারা।

ফলে মাঠ সাজানোর জোর প্রস্তুতি চলছে। মাঠের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য দফায় দফায় মাঠ পরিদর্শন করছেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সৌমিত্র গোপ, কমলপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত মজুমদার, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা সহ ইঞ্জিনিয়ারগন। এদিন কমলপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অধীন ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধন কে ঘিরে কমলপুর মহকুমার ক্রিকেট প্রেমিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

ইছাইলালছড়ার ডাকাতি কাণ্ডে গ্রেফতার আরো পাঁচ, উদ্ধার দেশীয় বন্দুক সহ স্বর্ণালংকার

আগরতলা, ৩১ জুলাই: ইছাইলালছড়ার ডাকাতি কাণ্ডে গ্রেফতার করা হল ডাকাত দলের আরও ৫ জন সদস্যকে। সঙ্গে দেশীয় বন্দুক সহ প্রচুর ডাকাতি সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই।

তিনি জানান, ইছাইলালছড়া এলাকায় গত ২৬ জুলাই দুসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে কদমতলা থানার পুলিশ গতকাল তিনজনকে গ্রেফতার করেছেন। তাদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাদের সঙ্গে আরও পাঁচজন এই ডাকাতির কাজে জড়িত ছিল। এই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজ আরো পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

আটককৃতরা হল, পাখি মিয়া, আব্দুল কেইস, রোশন আলী, রহিম আলী এবং আলালউদ্দিন। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি দেশীয় বন্দুক, নয়টি কার্তুজ, সাতটি মোবাইল ফোন, কিছু স্বর্ণালংকার এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দরজা-জানলা ভাঙার বিভিন্ন সামগ্রী। এই সামগ্রীগুলি নিজেদের হেফাজতে রেখেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে ডাকাতিতে যে সকল জিনিস লুট করা হয়েছিল, সেগুলিও বের করে আনা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার।

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে ফের রাস্তায় নামলেন পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা

আগরতলা, ৩১ জুলাই: বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে ফের রাস্তায় নামলেন পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা। আজ সকাল থেকে দশদা — কাঞ্চনপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সাতনালা রেসিডেন্সি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ের বেহাল দশা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন, শিক্ষক রয়েছেন মাত্র তিনজন। বিদ্যালয়ের দরজা -জানলা --- গেইট ভগ্নদশায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠনের জন্য নেই সুযোগ্য কোন ব্যবস্থা। এমনকি বসার জন্য ব্যাঞ্চ পর্যন্ত নেই। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে দশদা — কাঞ্চনপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহল।

তাদের দাবি যত সময়ে সরকারের তরফ থেকে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস প্রদান করা হবে না তত সময় তারা এই রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করবেন না। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে, দুদিক থেকে আটকে পড়ে যান চালকগণ। দুর্ভোগ পোহাতে হয় নিত্যযাত্রীদের।

ব্যাংক পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই:আজ আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে ব্যাংক পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে গন অবস্থান পালন করা হয়। কোঅর্ডিনেশন অফ ব্যাংক পেনশনার্স এন্ড রিটায়ার্ড অর্গানাইজেশন বৃহস্পতিবার আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে ব্যাংক পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের পেনশন পূর্নমূল্যায়ন ও অন্যান্য দাবীতে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ৫ ঘন্টা গণঅবস্থান ও ধর্না সংগঠিত করে।

উক্ত গন অবস্থান থেকে তারা দাবি তুলে, পেনশন পূর্নমূল্যায়ন করতে হবে। আইবিএ গ্রুপ মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম পেনশনভোগীদের জন্য নিজ নিজ ব্যাংকগুলোকে বহন করতে হবে। এপেক্স লেভেল পেনশনভোগী সংগঠনকে পরামর্শদায়ক অধিকার দিতে হবে। দশ বছর পরেই কম্যুটেশন রেস্টোর করতে হবে। স্পেশাল এলাউন্সকে পেনশন ও গ্রেচুইটির সাথে যুক্ত করতে হবে। ৮০৮৮ পয়েন্টে ডিএ দিতে হবে।

বিশালগড় রেল স্টেশনে জিআরপি ওসি-র নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তান্ডব, মহিলা কনস্টেবলের সাথে অসভ্য আচরণ

বিশালগড়, ৩১ জুলাই : ডিউটিতে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বিশালগড় জিআরপি ওসি সুবোধ দেববর্মা তান্ডব চালিয়েছে। পাশাপাশি মহিলা কনস্টেবলের সাথে অসভ্য আচরণের অভিযোগও উঠেছে।

বিশালগড় রেল স্টেশনে জিআরপি থানা ওসির এহেন আচরণে ঘোটা রেলস্টেশন চত্বরে ওসির বিরুদ্ধে ছিঃছিঃ রব উঠেছে এবং অভিযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ওসির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রায় সময়ই কর্তব্যরত অবস্থায় মহিলা কনস্টেবলদের সাথে তিনি খারাপ আচরণ করেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে পেয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন কর্তব্যরত মহিলা কনস্টেবল। বিশালগড় রেলস্টেশনের যদি কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে তার দায়ভার কে নেবে, বলে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

অতিথি ক্রিকেটাররা আসছেন আগামীকাল স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে প্রীতি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ক্রিকেট পরিকাঠামো গড়ে উঠতে চলেছে। সম্প্রতি কাজ শেষ হয়েছে কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামের, আধুনিক ক্রিকেট মাঠ এবং ক্লাব হাউজের। তার-ই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে আগামী তেসরা আগস্ট, রবিবার। ওইদিন কমলপুর মহকুমা সদরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এই আধুনিক ক্রিকেট মাঠ, ক্লাব হাউস এবং স্টেডিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সঙ্গে থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। দীর্ঘ ৯ বছর আগে কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও মাঠের কাজ শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রস্তুতির পর এবার তা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহকুমার জনপ্রতিনিধি মনোজ কান্তি দেব এবং স্বপ্না দাস প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং কমলপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠ পরিদর্শন করে চূড়ান্ত প্রস্তুতির সবুজ সংকেত দিচ্ছেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে ওইদিন নতুন মাঠে একটি প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হচ্ছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সেলিব্রিটি টিম তথা অভিনেতা যীশু সেনগুপ্তের ক্রিকেট টিমের সাথে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন খেলোয়াররা পরস্পরের মুখোমুখি হবেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ সকলেই উপভোগ করবেন। এদিকে, পরদিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে একই রকমের আরও একটি প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান সমূহের সময়সূচী এবং প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নাম জানানো হবে।

প্রথম ডিভিশন ফুটবল : লালবাহাদুর টাউনের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আরও একটি ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। গোলশূন্য ড্র। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ছিল। টাউন ক্লাব বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, টাউন ক্লাব যেমন রুখে দিয়েছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। তেমনি লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার আটকে দিয়েছে টাউন ক্লাবকে। দু-দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল আসরের। টুর্নামেন্টের সপ্তম দিন। হিসেবে অষ্টম ম্যাচ। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সান্ধ্যকালীন উত্তেজনাপূর্ণ সিনিয়র ডিভিশন ফুটবলের ম্যাচ এতটাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল, পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় কোনও দলের কেউ প্রতিপক্ষের জাল নাড়তে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ম্যাচ থেকে দুই দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। এদিকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মনি ত্রিপুরা এবং মাইসনাম লাকি সিং কে রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় এগিয়ে চলো সংঘ বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশন, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় নাইন বুলেটস ক্লাব বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

ওভালে বিতর্ক! কী নিয়ে মাঠকর্মীর সঙ্গে লাগল গম্ভীরের? অনুশীলনে ঠিক কী হয়েছিল, জানালেন ব্যাটিং কোচ

ওভালের মাঠকর্মীদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টের আগে ওভালের পিচ প্রস্তুতকারক লি ফর্টিসের সঙ্গে কেন ঝগড়ায় জড়ালেন গম্ভীর? কেন আঙুল উঁচিয়ে কথা বললেন? ঠিক কী ঘটেছিল, অনুশীলনের পর জানিয়েছেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। মুখ খুলেছেন ফর্টিসও।এক সময় গম্ভীরকে বলতে শোনা গিয়েছে, "তুমি এখানে এক জন মাঠকর্মী মাত্র। যাও, যেখানে খুশি রিপোর্ট কর। তুমি মাঠকর্মী ছাড়া কিছু নও।" এর পর গম্ভীর নাকি ফর্টিসের উদ্দেশে গালিগালাজও করেছেন। সে সময় কাছেই ছিলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ। গম্ভীরকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামলান তিনি এবং ন্য সাপোর্ট স্টাফেরা। ফর্টিসের সঙ্গে কথা বলেন কোটাক। তখনও দূর থেকে ক্ষুব্ধ গম্ভীরকে চেঁচাতে দেখা গিয়েছে।পরে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "মাঠে আইস বক্স রাখার সময় ফর্টিস প্রথমে চিৎকার করে আমাদের সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর বলার ধরন পছন্দ হয়নি গম্ভীরের। কোচ বিরক্ত হন। তিনি আপত্তি জানান। তা থেকেই প্রথম উত্তেজনা তৈরি হয়। ওভালের পিচ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে কথা বলা কঠিন। এটা সকলেই জানে। তবে আমরা সরকারি ভাবে কোনও অভিযোগ জানাব না।" কোটাক আরও বলেছেন, "আমরা যখন পিচ দেখছিলাম, তখন ফর্টিস এক জন মাঠকর্মীকে পাঠান।
তিনি আমাদের আড়াই মিটার দূর থেকে পিচ দেখতে বলেন। মানে আমাদের প্রধান কোচকে দড়ির বাইরে থেকে পিচ দেখতে বলা হয়! আমার ক্রিকেটজীবনে এমন কখনও দেখিনি। আমরা জগার্স পরেছিলাম।
রবারের স্পাইক পরে পিচের কাছে যাওয়া যায়। আমরা ভুল কিছু করিনি। ওর বক্তব্য আমাদের অদ্ভুত লেগেছে। আমরা মাঠের কোনও ক্ষতি করতে যাইনি। আমরা পিচ দেখছিলাম। প্রাচীন মূল্যবান কোনও সামগ্রী দেখছিলাম না।" তিনিও বলেছেন, "এটা থেকেই উত্তেজনার শুরু। গম্ভীর এমন একজন মানুষ, যে খুব বেশি কথা বলে না। কারও সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথাও বলে না। আমরা সব জায়গায় খেলতে যাই। সব পিচ প্রস্তুতকারকই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। হয়তো অনেক সময় আমরা ঘাস কাটা হবে কি না জানতে চাই।
তাঁরা তাঁদের মতো করে ভাল ভাবে উত্তর দেন।" কোটাক বুঝিয়ে দিয়েছেন ওভালের পিচ প্রস্তুতকারকের আচরণ যথাযথ ছিল না।পরে ফর্টিসও বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। ওভালের পিচ প্রস্তুতকারী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিতণ্ডার বিষয়টি প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।
তিনি বলেন, "আমি কিছু বলতে চাই না। সামনেই একটা বড় ম্যাচ। ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই না?" কিন্তু আপনি কি গম্ভীরের আচরণে খুশি? চাপাচাপিতে ফর্টিস বলেন, "খুশি হওয়া বা না হওয়া আমার কাজ নয়। এই প্রথম ওঁর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হল। সকলেই দেখেছেন, উনি কেমন আচরণ করলেন। আমি ঠিক আছি। আমাদের লুকোনোর কিছু নেই। আমি অভদ্রতা করতে চাইনি।" গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম টেস্টের আগে গম্ভীরকে তাঁর একটু স্পর্শকাতর মনে হয়েছে।মাঠের মাঝখানে ভারতীয় ব্যাটারদের 'থ্রো ডাউন' দেওয়া হচ্ছিল। তা দেখেও অসন্তুষ্ট ফর্টিস আপত্তি জানান বলে ভারতীয় শিবির সূত্রে খবর। তিনি ভারতীয় দলকে দূরে গিয়ে অনুশীলন করতে বলেন। তাতেও বিরক্ত হন গম্ভীর। তা নিয়েও ফর্টিসের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছে। মঙ্গলবার ভারতের সব ক্রিকেটার অনুশীলনে আসেননি। অর্শদীপ সিংহ, সাই সুদর্শন, কুলদীপ যাদব-সহ কয়েক জন এসেছিলেন অনুশীলনে।

ওভাল টেস্টের আগে বল-বিতর্ক! ইংল্যান্ডকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ, ম্যাচ রেফারির কাছে নালিশ ঠুকল ভারত

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণ নেই। লর্ডসের পর ওভাল টেস্টের আগেও বল-বিতর্ক দেখা গেল। বল পরিবর্তনের যে নিয়ম তাতে খুশি নয় ভারত। তাদের অভিযোগ, বল বেছে নেওয়ার ব্যাপারে ইংল্যান্ডকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আইসিসি-র ম্যাচ রেফারির কাছে সরকারি ভাবে অভিযোগ জানিয়েছে ভারত।লর্ডসে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস চলাকালীন দ্বিতীয় নতুন বলের আকার ১০ ওভারের পরেই বদলে গিয়েছিল। ভারতকে যে বল দেওয়া হয়েছিল তা ৩০-৩৫ ওভার পুরনো। নিয়ম অনুযায়ী, পরিবর্ত বল দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের বলে যত ওভার খেলা হয়েছে, তত ওভার পুরনো বলই দিতে হবে। তবে আম্পায়ারেরা বলেছিলেন, তাঁদের কাছে ১০ ওভার পুরনো কোনও বল নেই।শক্ত বলের বদলে ভারত পায় নরম বল, যাতে সুইং বা সিম কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় ইনিংসের রানের সুবাদে ইংল্যান্ড ম্যাচটাও ২২ রানে জেতে। দলের এক সূত্র 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রে বলেছেন, "লর্ডসে ১০ ওভারের পর বলের মাপ বদলে গিয়েছিল। এই সিরিজে যা বার বার দেখা গিয়েছে। কিন্তু আম্পায়ারদের কাছে ১০ ওভার পুরনো বল না থাায় আমাদের আরও পুরনো বলে খেলতে হয়েছে। স্কোরবোর্ড দেখলেই বুঝতে পারবেন কী ভাবে ওই ঘটনার পর থেকে ম্যাচটা বদলে গিয়েছে। বোলারেরা সুইং পায়নি। ইংল্যান্ড অনায়াসে রান করেছে।"ভারতের দাবি, সঠিক পরিবর্ত পাওয়া না গেলে আসল বলটিতেই খেলার অনুমতি দেওয়া হোক। সে যতই তার আকার বদলাক না কেন। ওই সূত্র বলেছেন, "বল বদলানোর সময় বলা হয় না যে পরিবর্ত বল কতটা পুরনো। লর্ডসে আমাদের ৩০-৩৫ ওভার পুরনো বল দেওয়া হয়েছিল। আমাদের বলল, আমরা ১০ ওভার পুরনো বলেই খেলতাম। আইসিসি-র উচিত হস্তক্ষেপ করা। এই নিয়ম বদলানো দরকার।"লর্ডসে নতুন বলে জসপ্রীত বুমরাহ আউট করেছিলেন বেন স্টোকস, জো রুটকে। ফিরেছিলেন ক্রিস ওকস। কিন্তু বল বদলানোর পর জেমি স্মিথ এবং ব্রাইডন কার্স অনায়াসে খেলে দেন। শেষ পর্যন্ত ওই রানগুলিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।ভারতীয় দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, প্রতিটি টেস্টের আগে বল বেছে নেওয়ার ব্যাপারে যে নিয়ম রয়েছে তাতে আইসিসি-র নজর দেওয়া উচিত। সাধারণত চতুর্থ আম্পায়ার থাকেন আয়োজক দেশের। টেস্টের আগে তিনিই বল নিয়ে দুই দলের সাজঘরে যান। সেখান থেকে দু'টি করে বল বেছে নিতে হয়। সেই সময় ম্যাচ রেফারি সঙ্গে থাকেন না। এরই সুবিধা নিচ্ছে ইংল্যান্ড। চলতি সিরিজে একাধিক উদাহরণ রয়েছে ইংল্যান্ডকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার। চতুর্থ আম্পায়ার এমন বাক্স নিয়ে এসেছেন যেখানে গাঢ় লাল রঙের কেবল একটিই বল ছিল। বাকি বলগুলি হালকা লাল রঙের। গাঢ় লাল বলগুলি বেশি সুইং করে। ভারতীয়েরা সে রকম বল চাওয়ায় বলা হয়, ইংল্যান্ড সেই বল আগেই বেছে নিয়েছে।ভারতের আরও দাবি, ম্যাচ রেফারি না থাকায় আয়োজক দেশ সহজেই নিজেদের ইচ্ছামতো বিষয়টি বদলে নিতে পারে। তাই ভারত চায়, সাজঘরের বদলে ভবিষ্যতে ম্যাচ রেফারির ঘরে গিয়ে বল বেছে নেওয়ার নিয়ম চালু হোক।

এশীয় ফুটবলের মঞ্চে সম্মানিত ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গীতা, বঙ্গতনয়ার হাত ধরে এশিয়ান কাপের গ্রুপ-বিন্যাস

মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। সিডনির টাউন হলে ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী ১২টি দেশের কোচ এবং অধিনায়ককে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। ভারতের তরফে উপস্থিত ছিলেন মহিলা দলের কোচ ক্রিস্পেন ছেত্রী এবং বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা বাসফোর। বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দলে খেলা ইস্টবেঙ্গলের এই মিডফিল্ডারকে।ভারতের নাম ছিল চার নম্বর পাত্রে। একই পাত্রে ছিল ইরান এবং বাংলাদেশ। চারটি পাত্র থেকে একটি করে দেশকে নিয়ে তিনটি গ্রুপ করা হয়েছে। ভারত রয়েছে গ্রুপ 'সি'তে। গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রতিপক্ষ জাপান, ভিয়েতনাম এবং চাইনিজ তাইপে। গ্রুপ 'এ'তে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান এবং ফিলিপিন্স। গ্রুপ 'বি'তে রয়েছে উত্তর কোরিয়া, চিন, বাংলাদেশ এবং উজবেকিস্তান।আগামী বছর ১ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি স্টেডিয়ামে হবে মহিলাদের ২১তম এশিয়ান কাপের ম্যাচগুলি। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করা তিনটি দলের সেরা দু'টিও শেষ আটে খেলার সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতার চার সেমিফাইনালিস্ট ২০২৭ সালের মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গীতা।

জাতীয় পাওয়ার লিফটিং কেরালায়, রাজ্যদলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় পাওয়ার লিফটিং-এর আসর এবারে বসছে কেরালায়। ন্যাশনাল পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ কেরালার কোঝিপুরের অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুই থেকে সাত আগস্ট ৬ দিনব্যাপী জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ত্রিপুরা থেকে ২ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল আজ বৃহস্পতিবার, কেরালার কোঝিকোড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। রাজ্য দলের হয়ে অমল কুমার ঘোষ ৬৬ কেজি বিভাগে এবং প্রিয়তোষ দাস ১০৫ কেজি বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের সাফল্যের বিষয়ে আশা ব্যক্ত করে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

মারধর, হুমকি! বন্ধুর অভিযোগে বিপাকে তাসকিন, শুরু তদন্ত, অস্বীকার বাংলাদেশের বোলারের

আইনি বিপাকে তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশের জোরে বোলারের বিরুদ্ধে মারধর এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরই এক বন্ধু। সিফাতুর রহমান সৌরভ নামে এক ব্যক্তি মিরপুর মডেল থানায় তাসকিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন সোমবার। বিতর্কের মুখে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাসকিন।তাসকিনের বিরুদ্ধে ঘুষি মারা এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন সিফাতুর। ক্রিকেট সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রবিবার রাতে ঢাকার সনি সিনেমা হলের সামনে সিফাতুরের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান তাসকিন। তিনি সে সময়ই সিফাতুরকে মারধর করেন এবং হুমকি দেন বলে অভিযোগ।তাসকিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের কথা জানিয়েছেন মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সাজ্জাদুর রহমান। তিনি বলেছেন, "সিফাতুরকে সিনেমা হলের সামনে ডাকেন তাসকিন। তার পর জাতীয় দলের ক্রিকেটার সেখানে সিফাতুরকে মেরেছেন এবং হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।" তাসকিন অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "অভিযোগ অসত্য এবং রং চড়ানো।" বিষয়টি অজানা নয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেরও (বিসিবি)। বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্তাধীন হওয়ায় তাঁরা এখনই কোনও পদক্ষেপ করতে পারবেন না।

ভারতীয় বোর্ডের দফতরে চুরি! খোয়া গিয়েছে সাড়ে ৬ লাখের আইপিএল জার্সি

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সদর দফতর থেকে চুরি সাড়ে ৬ লাখ টাকা মূল্যের আইপিএল জার্সি। চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ফারুক আসলাম খান নামে এক নিরাপত্তারক্ষীকে। চুরি হওয়া জার্সিগুলি বিক্রি করা হয়েছিল হরিয়ানার এক ব্যক্তিকে।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের দফতর থেকে খোয়া গিয়েছিল আইপিএলের ২৬১টি জার্সি। সবগুলিই ২০২৫ সালের আইপিএলের। প্রতিটি জার্সির দাম প্রায় ২৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ টাকার জার্সি চুরি হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গত ১৭ জুন মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভ পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ জানান বিসিসিআই

রিজার্ভ ডে সত্ত্বেও অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটের বৃষ্টি বিঘ্নিত দু-টি ম্যাচ পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রিজার্ভ ডে সত্ত্বেও দুটি ম্যাচ শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হলো। খলনায়ক সেই বৃষ্টি। দুই মাঠে দুটি ম্যাচ যথারীতি শুরু হলেও মাঝপথে বৃষ্টিতে এতটাই বিঘ্নিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে পুনরায় ম্যাচ চালানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে খেলা হচ্ছিল স্ফুলিঙ্গ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর মধ্যে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। অনুকূল পরিস্থিতির অপেক্ষায় থেকে শেষ পর্যন্ত সকাল সাড়ে দশটায় ম্যাচের শুরু থেকেই ওভার কমিয়ে ৪০ করা হয়েছিল।
টস জিতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ২২ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। এদিকে, এমবিবি স্টেডিয়ামে অপর খেলায় চলমান সংঘ মুখোমুখি হয়েছিল ওল্ড প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। একই রকম, দুই ঘন্টা অপেক্ষার পর ১১ টায় ম্যাচ শুরুতে প্রথমেই ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩০ করে নেয়া হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চলমান সংঘ ৮.২ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে ৩৮ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে আর ম্যাচ এগিয়ে নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। দুটি ম্যাচই শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত ঘোষণা হলে দু-দলকে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়।

'পিচ দেখা কোচ-অধিনায়কের অধিকার', ওভাল টেস্টের আগে গম্ভীর-বিতর্কে বিরক্ত শুভমনের মুখে ক্রিকেটের নিয়ম

ওভালের পিচ দেখতে গিয়ে মঙ্গলবার বাধার মুখে পড়েন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর এবং সাপোর্ট স্টাফেরা। ওভালের এক মাঠকর্মী এসে তাঁদের বলেন, পিচ দেখতে হবে আড়াই মিটার দূর থেকে। অর্থাৎ, দড়ির বাইরে থেকে। তা নিয়ে ওভালের পিচ প্রস্তুতকারক লি ফর্টিসের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন গম্ভীর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট শুরুর আগের দিন সেই ঘটনা নিয়ে বিরক্তি গোপন করেননি অধিনায়ক শুভমন গিলও।ওভাল টেস্টের আগে নতুন বিতর্ক নিয়ে বুধবার শুভমন বলেছেন, "আমি যতদূর, জানি এমন (আড়াই মিটার দূর থেকে পিচ দেখার) কোনও নির্দেশ নেই। রাবার স্পাইক পরে থাকলে বা খালি পায়ে থাকলে কাছে গিয়ে পিচ দেখা যায়। মঙ্গলবার ঠিক কী ঘটেছিল, আমি জানি না। পিচ প্রস্তুতকারক কেন বাধা দিয়েছিলেন বলতে পারব না। তবে আমরা এখানে যে চারটে ম্যাচ এখনও পর্যন্ত খেলেছি, তার একটাতেও এমন ঘটনা ঘটেনি। অধিনায়ক হিসাবে আমি বা কোচ একাধিক বার পিচ দেখেছি। আমরা সকলে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। সব সময়ই আমরা কাছে গিয়ে পিচ দেখি। কখনও এমন হয়নি। বুঝলাম না এত হট্টগোল করার কী হল!"মঙ্গলবারই ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক বলেছিলেন, তাঁরা যখন পিচ দেখছিলেন, তখন ফর্টিস এক জন মাঠকর্মীকে পাঠান। তিনি ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফদের আড়াই মিটার দূর থেকে পিচ দেখতে বলেন। গম্ভীরকে দড়ির বাইরে থেকে পিচ দেখতে বলা হয়! এই ঘটনায় বিস্ময়ও প্রকাশ করেন কোটাক।মঙ্গলবারের এই ঘটনাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন শুভমন। বিরক্তির সুরে তিনি বলেছেন, "গত কাল যা ঘটেছে, সেটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এই প্রথম কোনও পিচ প্রস্তুতকারক আড়াই বা তিন মিটার দূর থেকে পিচ দেখার কথা বললেন, এমন নয়। আগেও এমন অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তবে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার। কোচ এবং অধিনায়কের কাছে গিয়ে পিচ দেখার অধিকার রয়েছে। আমরা কোনও ভুল করিনি।" শুভমন বলতে চেয়েছেন পিচ প্রস্তুতকারকদের একাংশের অসহযোগিতা নতুন নয় ক্রিকেটে। এমন ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। একই সঙ্গে তাঁদের অধিকারের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। সে কারণেই মঙ্গলবারের বিতর্ককে অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে তাঁর।বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট। সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছেন শুভমনেরা। ওভাল টেস্ট জিততে না পারলে সিরিজ হারতে হবে ভারতীয় দলকে।

ম্যাঞ্চেস্টারে ম্যাচ বাঁচানো শতরানের পর কেন 'তরোয়াল' বার করলেন না জাডেজা

উল্লাসের ধরনে তিনি সকলের থেকে আলাদা। অর্ধশতরান বা শতরানের পর তরোয়াল ঘোরানোর কায়দায় উল্লাস করেন রবীন্দ্র জাডেজা। রাজপুত জাডেজার এই উল্লাসে মাতেন সতীর্থ ও সমর্থকেরা। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারে তা করেননি তিনি। ম্যাচ বাঁচানো শতরানের পর কেন তরোয়াল ঘোরাননি জাডেজা? জবাব দিলেন তাঁর স্ত্রী রিভাবা জাডেজা।ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৫ বলে অপরাজিত ১০৭ রান করেন জাডেজা। ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে ২০৩ রানের জুটি বাঁধেন তিনি। সেই জুটি ভাঙতে পারেনি ইংল্যান্ড। ছক্কা মেরে শতরানের পর সকলে ভেবেছিলেন তরোয়াল ঘোরানোর কায়দায় উল্লাস করবেন তিনি। সাজঘরের সামনে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অধিনায়ক শুভমন গিলও হাতের ইশারায় সেই উল্লাস দেখান। কিন্তু জাডেজা তা করেননি। ব্যাট দিয়ে কপালের ঘাম মোছার কায়দা করেন। তার পরে ব্যাট তুলে গ্যালারির দিকে দেখান।জাডেজার সেই উল্লাস নিয়ে মুখ খুলেছেন রিভাবা। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, "তরোয়াল বেরোয়নি। কিন্তু ও একজন যোদ্ধা। আমার স্বামী রবীন্দ্র জাডেজার এই শতরান পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফসল। এটা এমন সময়ে এসেছে যখন দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। এই শতরান মনে রাখার মতো। এই মুহূর্ত মনে রাখার মতো। ভারতের দলগত লড়াই এই মুহূর্তের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।"গত কয়েকটা সিরিজে ভাল ফর্মে ছিলেন না জাডেজা। তাঁকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছিল। বিশেষ করে তাঁর ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এ-ও জল্পনা চলছিল যে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পর জাডেজাও টেস্ট থেকে অবসর নিতে পারেন। কি সেই সিদ্ধান্ত জাডেজা নেননি। ইংল্যান্ড সফরে তিনি আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন এই দলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তিনি।চলতি সিরিজে ব্যাট হাতে ফর্মে ফিরেছেন জাডেজা। চার টেস্টের আট ইনিংসে মোট ৪৫৪ রান করেছেন তিনি। সিরিজে সর্বাধিক রান করা ক্রিকেটারদের তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন জাডেজা। তবে তাঁর ব্যাটিং গড় সবচেয়ে বেশি। ১১৩.৫০ গড়ে রান করেছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। আট ইনিংসে একটা শতরান ও চারটে অর্ধশতরান করেছেন জাডেজা। সর্বাধিক অপরাজিত ১০৭। ইংল্যান্ডে এটা জাডেজার প্রথম টেস্ট শতরান। চলতি সিরিজে চার বার তাঁকে আউট করতে পারেননি ইংরেজ বোলারেরা। লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে একার কাঁধে ভারতকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন জাডেজা। অল্পের জন্য পারেননি। তবে ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট বাঁচাতে পেরেছেন। শতরান করার পর তাঁর উল্লাসে সেই স্বস্তিই দেখা গিয়েছে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের আগে সতর্ক ভারতীয় শিবির, ২৬ বছরের ক্রিকেটারের অভিষেক প্রায় নিশ্চিত ওভালে

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট ভারতীয় দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিরিজে হার এড়াতে ওভালে জিততেই হবে শুভমন গিলদের। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনায় ফাঁক রাখতে চাইছে না ভারতীয় শিবির। সিরিজের শেষ টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়েও ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন গৌতম গম্ভীরেরা। ভারতীয় শিবির সূত্রে খবর, ওভালে অভিষেক হতে পারে এক ক্রিকেটারের।ব্যাটিং ভাল হলেও বোলিং নিয়ে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ রয়েছেই। প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট নেওয়া যাচ্ছে না। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, অংশুল কম্বোজ, শার্দূল ঠাকুরেরা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি বল হাতে। তাই অন্য একজনকে খেলানোর কথা ভাবছেন গম্ভীর। তিনি অর্শদীপ সিংহ। সব কিছু ঠিক থাকলে ম্যাঞ্চেস্টারেই অভিষেক হতে পারত বাঁহাতি জোরে বোলারের। তিনি অনুশীলনে হাতে চোট পাওয়ায় সম্ভব হয়নি। ওভালে তাঁকে খেলানোর কথা ভাবছে ভারতীয় শিবির। কারণ, অর্শদীপ বাঁহাতি হওয়ায় ভারতের বোলিং আক্রমণের বৈচিত্র্য বাড়বে।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওভাল টেস্টে সম্ভবত খেলবেন না জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বুধবার। তিনি খেলতে না পারলে প্রথম একাদশে ফিরবেন আকাশদীপ। খেলবেন মহম্মদ সিরাজ। কম্বোজের জায়গায় অভিষেক হতে পারে অর্শদীপের। ভারতের ৩১৯ নম্বর 'টেস্ট ক্যাপ' তুলে দেওয়া হবে ২৬ বছরের বোলারের হাতে। অর্শদীপ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। দেশের হয়ে এক দিনের ম্যাচও খেলেছেন। এ বারের ইংল্যান্ড সফরেই প্রথম বার টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। যদিও প্রথম চারটি টেস্টে তাঁর খেলা হয়নি। ২১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৬৬টি উইকেট রয়েছে পঞ্জাবের পেসারের। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলারও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।প্রথম একাদশে পরিবর্তন যা হওয়ার জোরে বোলিং বিভাগেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঋষভ পন্থ ছাড়া ব্যাটিং অর্ডারের বদলের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অলরাউন্ডার হিসাবে দলে থাকবেন রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং শার্দূল। উইকেটরক্ষক হিসাবে ধ্রুব জুরেলই সম্ভবত থাকবেন প্রথম একাদশে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চিকিৎসার জন্য কাউকে যাতে বাইরে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা করছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ জুলাই: রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মেডিকেল হাব তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। চিকিৎসার জন্য কাউকে যাতে বাইরে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা করছে সরকার। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার একটা দায়বদ্ধতার সরকার। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার সমাজতন্ত্র বলতে বলতে নিজেরাই সমাজের শত্রু হয়ে গেছে।

আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিবেকানন্দ অডিটরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই উপলক্ষে রক্তদান শিবির, বনমহোৎসব, হিপ ও হাঁটু প্রতিস্থাপন রোগীদের বিনামূল্যে সামগ্রী বিতরণ ও ১৪ বছরের কম ছেলেমেয়েদের চশমা বিতরণ করা হয়।

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ কর্মচারী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে কাটিয়েছি। এখানে আসলে মনে হয় যে নিজের ঘরে এসেছি। অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আজকে একটা জায়গায় আসতে পেরেছে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ। আগামীদিনে এই প্রতিষ্ঠানটির নিশ্চয় আরো উন্নয়ন হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে নিজের কৃতিত্বের কারণে বর্তমানে একটা বিশেষ স্থানে চলে এসেছে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ। পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এই মেডিকেল কলেজ। যদিও শুরুর দিকে ফ্যাকাল্টি সমস্যায় পড়তে হয়েছে। রিমস ও আসাম থেকেও ফ্যাকাল্টি নিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে এখন আমাদের নিজেদের ফ্যাকাল্টি হয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরাও অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। বর্তমানে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এখানে রক্তদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ রক্তের কোন ধর্ম নেই। আমরা সবাই এক, আমরা সবাই মানুষ। আর সেটা রক্তদানের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রায় ১৫ মানুষের নেগেটিভ রক্ত থাকে। সাধারণত পুরুষরা ৩ মাস অন্তর এবং মহিলারা ৪ মাস অন্তর রক্ত দিতে পারেন। রক্ত দিলে নতুন রক্ত তৈরি হয় এবং শরীরও ভালো থাকে। অপারেশনের সময় চিকিৎসকদের অন্তত ২ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এরমধ্যে ১২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি। রাজ্যে এখন রক্তের পৃথকীকরণ করা যায়। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার তৈরির পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯টি সুপার স্পেশালিটি চালু করা হয়েছে। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্পোরেট ধাঁচে সুপার স্পেশালিটি করা হয়েছে। যদিও বিগত কয়েক দশকে স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নজর দেওয়া হয় নি।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বৃক্ষ রোপণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবেশের জন্য বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজন রয়েছে। একটা পরিণত গাছ প্রতি বছরে অক্সিজেন দেয় প্রায় ২৬০ পাউন্ড। আর কার্বন ডাই অক্সাইড চুষে নেয় প্রায় ৪৮ পাউন্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক পেড় মা কি নাম শুরু করেছেন। প্রকৃতি আমাদের বেঁচে থাকার রসদ দেয়। ডাঃ সাহা বলেন, আগে বিভেদের রাজনীতি হয়েছে রাজ্যে। কর্মচারী সংগঠনগুলিকে দিয়ে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বলানো হতো।

কিন্তু আমাদের সরকার কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আজকাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথা বলছেন। যদিও তারা কি করেছেন আমরা সবাই জানি। তাদের কাজই হচ্ছে কিভাবে পেছন থেকে টেনে রাখা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করা। তাদের সময়ে অনিয়ম করে ১০,৩২৩ চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরি প্রদান করছে। অথচ তাদের আমলে পার্টি অফিস থেকে অফার বিতরণ করা হত। ডেকে ডেকে বাড়িতে অফার দেওয়া হত। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়বদ্ধতা নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করছে। আর সমাজতন্ত্র বলতে বলতে ওরা নিজেরাই এখন সমাজের শত্রু হয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মেডিকেল হাব হচ্ছে। ৭ মাসের মধ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে ডেন্টাল কলেজের উদ্বোধন করেছেন। বর্তমানে এই কলেজে ৬৩টি আসন রয়েছে। কোন রোগীকে চিকিৎসার জন্য যাতে আর বাইরে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি ড্রাগসের বিরুদ্ধে সকলকে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে এইচআইভি এইডস সম্পর্কেও সচেতনতার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রমথেশ রায়, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার স্বপন সাহা, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অরিন্দম দত্ত, রোটারি ক্লাব ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের সভাপতি ডাঃ দামোদর চ্যাটার্জি, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়ন্ত কুমার পোদ্দার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

বৃক্ষরোপণ এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ জুলাই: আজ বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর জুটন ঘোষ মহাশয়কে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা হলেন বক্সনগর এআরডিডি কর্মচারীবৃন্দ।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে এদিনের এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে বিভিন্ন স্মৃতিচারনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়েছে।

দক্ষিণ জেলাভিত্তিক ক্লাসিক্যাল মিউজিক্যাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ জুলাই: শান্তির বাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও শান্তিরবাজার পুরপরিষদের যৌথ উদ্যোগে শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে জেলাভিত্তিক অশ্বীনিকুমার বিশ্বাস মেমোরিয়াল ক্লাসিক্যাল মিউজিক্যাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনুপম পাল সহ অন্যান্যরা।

আজকের এই প্রতিযোগীতায় দক্ষিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবানরা অংশ গ্রহন করে নিজ নিজ প্রতিভা জনসম্মুখে তুলে ধরে। শান্তিরবাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনুপম পালের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজারে এই প্রথম এইধরনের জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠীত হচ্ছে। আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানালেন শান্তির বাজার পুর পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

আগামী ৫ আগস্ট নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হবে প্রদেশ যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: নেশা বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে যুব কংগ্রেস। আগামী পাঁচ আগস্ট থেকে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। আগামী ৫ই আগস্ট নেশার বিরুদ্ধে সচেতন করতে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা দিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীল কমল সাহা। এছাড়াও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাহুল সমদ্দার ,যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ও সদর ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বিপ্লব ঘোষ।

পঞ্চদশ অর্থকমিশনের ফান্ডে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: চলতি অর্থবছরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ফান্ডে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন কাজ করা হবে। বকাফা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েতে একটি পানীয় জলের পাকা ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হবে।

ব্যয় হবে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯১০ টাকা। সাতচাঁদ ব্লকের ভি কে পল্লী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়ালসহ একটি নতুন জাঙ্ক রুম নির্মাণ করা হবে। ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-র অধীন বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের সুফল লাভ করল সুরতা দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার দূরদৃষ্টি ও সঠিক পদক্ষেপের ফলেই রাজ্যে একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে রাজ্যের মানুষ এখন দাঁত ও মুখের ভেতরের নানা জটিল সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে উপকৃত হচ্ছেন। ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে দাঁতের ও মুখগহ্বরের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সুচিকিৎসা পাওয়া রাজ্যে দুষ্কর ছিল। কিন্তু এখন রাজ্যেই আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার সার্জারি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছেন। তাও আবার রোগী যদি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএমজেএওয়াই) এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা (সিএমজেএওয়াই)-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই এখানে অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকে। এরমধ্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে এখন ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাফল্যের সাথে মুখগহ্বরে বা চোয়ালে টিউমার, সিস্ট অপসারণ করছেন, এমনকি দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া মুখমন্ডল বা জন্মগত বিকৃত চেহারায় পরিবর্তনে বা সংশোধনে অস্ত্রোপচার করে সঠিকভাবে স্থাপন করছেন।

বিশ্রামগঞ্জ এলাকার সুরতা দেববর্মা (৪১) নামে এক মহিলা সড়ক দুর্ঘটনায় মুখমন্ডলে গুরুতর আঘাত পেয়ে আহত অবস্থায় আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ভর্তি হন। হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীর প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পরীক্ষার রিপোর্টে দেখতে পান যে উনার মুখে চোয়ালের নীচের ভাগ ও পশ্চাদ অংশ ভেঙ্গে দুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ তাকে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। কিন্তু রোগীনির পক্ষে অস্ত্রোপচারের ব্যায়ভার বহন করার ক্ষমতা ছিল না। তাই উনার পরিবার-পরিজনেরা তখন খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তখন হাসপাতালের চিকিৎসকদের মারফৎ মহিলার পরিবার-পরিজনেরা জানতে পারেন যে, এই হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএমএজেওয়াই) এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা (সিএমজেওয়াই) প্রকল্পটি চালু আছে। তাই এই কথা শুনে মহিলার পরিবার-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটে, কারণ সুরতা দেববর্মারও আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে একটি কার্ড ছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুরতা দেববর্মার অস্ত্রোপচারের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিনামূল্যে লাভ করেন। গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ মহিলার অস্ত্রোপচার করা হয় এবং গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। উক্ত অস্ত্রোপচারে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীধর রেড্ডি পাদালা, ডাঃ শম্ভু দে সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর এই আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের একটি কার্ডের ফলেই বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের সুফল লাভে এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের কুশলতায় অস্ত্রোপচারে সুরতা দেববর্মা-র মুখমন্ডল পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং তার স্বাভাবিক জীবনে চলার পথকে প্রশস্ত করে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীগণ যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: যক্ষ্মা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। যক্ষ্মা রোগের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে টিবি মুক্ত ক্লাবে যোগদান করতেও রাজ্যপাল যুবাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সকালে রাজভবনের দরবার হলে রাজভবন ওয়েব পোর্টাল ও ই-বুক এবং "জন জন কা রাখে ধ্যান"- টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল এই আহ্বান জানান। রাজ্য সরকারের গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীগণ যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আধুনিক ডায়গনস্টিক সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত, বিশেষ পুরস্কার প্রতিযোগিতা, এআই-এর মাধ্যমে কফ পরীক্ষা, চা বাগান এবং রাবার বাগান এলাকায় বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিভিন্ন জিলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিএসি"র চেয়ারম্যান সহ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ২ জন যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর পরিবারের সদস্যদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, রাজাপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু বাহিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টেট টিবি অফিসার ডা. নুপুর দেববর্মা।

বন্য হাতির তাণ্ডব থেকে জনসাধারণকে সুরক্ষা দিতে প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ৩১ জুলাই : বন্য হাতির তাণ্ডব থেকে জনসাধারণকে সুরক্ষা দিতে নিয়োজিত ভলেন্টিয়ারদের আর্থিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা।

গত ২৯ জুলাই তেলিয়ামুড়ার ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত থেকে ভলেন্টিয়ারদের সমস্যা শোনেন ও তা সমাধানের আশ্বাস দেন। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন ৪২ জন হাতি তাড়ানোর ভলেন্টিয়ার, মন্ডল সহ-সভাপতি গোপাল দাস, খোয়াই জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া সহ অন্যান্য মন্ডল নেতৃত্বরা।

বৈঠকে ভলেন্টিয়াররা জানান, তারা বহুদিন ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বনাঞ্চল ঘেঁষা এলাকায় মানুষের জানমাল রক্ষায় কাজ করে চলেছেন, কিন্তু তাঁদের যথাযথ পারিশ্রমিক মিলছে না। বর্তমান বেতন অপ্রতুল, আবার অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "বর্তমান সরকার মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এই ভলেন্টিয়াররা সরকার ও সমাজের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। তাঁদের বেতন যাতে সময়মতো ও যুক্তিসংগত হয়, সেই বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। মন্ত্রী বৈঠক চলাকালীনই বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং প্রতিটি ভলেন্টিয়ারের মাসিক ভাতা পাঁচ হাজার টাকার উপরে

ব্লক আধিকারিকের পক্ষপাতীত্বের অভিযোগে পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই: ব্লক আধিকারিকের পক্ষপাতীত্বের অভিযোগে পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্যান্য সদস্যরা পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কালাছড়া ব্লকের নদীয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে।

জানা যায়,বিডিও-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও উন্নয়নমূলক কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বুধবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া নজরবন্দি প্রতিবাদে রীতিমতো উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কালাছড়া ব্লকের বিডিও অমিত চন্দ সিপিআই(এম)-এর পক্ষ নিয়ে দালালি করছেন এবং বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের উন্নয়নে ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁধা সৃষ্টি করছেন। এরই অংশ হিসেবে, পঞ্চায়েত সচিব মোহি উদ্দিনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে পর পর দুইজন নতুন সচিবকে পঞ্চায়েতের চার্জ গ্রহণে চাপ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছেন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরা। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, বিডিও অমিত চন্দ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল করে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।এইসব অভিযোগকে সামনে রেখে বুধবার বিকেল ৫টা থেকে নদীয়াপুর শনিছড়া পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে নজরবন্দি প্রতিবাদ শুরু করেন পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীরা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন ও বর্তমান সচিব এবং জিআরএসকে ঘরে আটকে রেখে জানিয়েছেন, দাবিপূরণ না হলে আন্দোলন চলবে। তাঁদের দাবি বদলি হওয়া সচিব তথা আরপিএম মোহি উদ্দিনকে পুনর্বহাল করতে হবে এবং বাতিল হওয়া ১৩টি ওয়ার্ক অর্ডার পুনরায় চালু করতে হবে। এখন দেখার বিষয়, রাজ্য সরকার ও প্রশাসন এই সংকট নিরসনে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্মার্ট মিটার নিয়ে চরম অসন্তোষ যুবরাজনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বেতাঙি পূর্ব তিলথৈই এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই:উত্তর ত্রিপুরার যুবরাজনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বেতাঙি পূর্ব তিলথৈই এলাকার বহু বাসিন্দা বিদ্যুৎ দপ্তরের স্থাপিত স্মার্ট মিটার নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ,স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকেই বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে,যা বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণের সঙ্গে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পানিসাগর বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজারের নিকট একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, বহু নিম্নবিত্ত পরিবার,যারা দৈনন্দিন ব্যবহারে খুবই সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন,তাঁরাও এখন অতিরিক্ত বিলের বোঝা বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক চাপের পাশাপাশি প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, স্মার্ট মিটারে কারিগরি ত্রুটি কিংবা ভুল ক্যালিব্রেশনের জেরে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

তাই অবিলম্বে স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করে পূর্বের মিটারিং ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে দাবি তুলে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন,যখন রাজ্যের বহু গ্রাহকের বকেয়া বিল মিটায়নি, তখন সেই বকেয়া আদায়ের আগেই নতুন মিটার বসানো কতটা যুক্তিসঙ্গততা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।এছাড়াও,নতুন মিটারগুলির যথাযথ নিরীক্ষা ও যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত রাখার দাবি জানানো হয়েছে এলাকাবাসীর তরফে।

এ বিষয়ে পানিসাগর বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার জানান,পুরনো ও স্মার্ট মিটারের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তবে যেসব গ্রাহকের মিটার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল,তাদের ক্ষেত্রেই এই বিলসংক্রান্ত সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে। স্মার্ট মিটার বসানোর ফলে নির্দিষ্ট রিডিং যাচাই করা সম্ভব,যা ভবিষ্যতে গ্রাহকদেরই উপকারে আসবে। তিনি আরও জানান, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যে লিখিত অভিযোগপত্র জমা পড়েছে,তা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে। এখন দেখার,বিদ্যুৎ দপ্তর সাধারণ মানুষের এই দাবির প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পিএম- অজয় প্রকল্পে রাজনগর ব্লকের ৫৭ জন মাছচাষী উপকৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই:গত অর্থবছরে পিএম-অজয় প্রকল্পে রাজনগর ব্লকের তপশিলি জাতিভুক্ত ৫৭ জন মাছ চাষীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ০.০৮ হেক্টর জলাশয় রয়েছে এমন মাছচাষীদের প্রত্যেককে ৩৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ১৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা

মৎস্যজীবিদের পাশে দাঁড়ালো টিটিএএডিসি -র ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার সাব -জোনাল অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৩১ জুলাই:এবার মৎস্যজীবিদের পাশে দাঁড়ালো টিটিএএডিসি -র ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার সাব -জোনাল অফিস। মহকুমার বেশ কয়েকটি এডিসি ভিলেজের মৎস্যজীবিদের হাতে তুলে দিলো এলোমিনিয়ামের হান্ডি পাতিল। এতে খুশী মৎস্যজীবীরা।

গন্ডাছড়া মহকুমার সাব -জোনাল অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট অফিসের উদ্যোগে বুধবার ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের অন্তর্গত সরমা, নারায়ণপুর, কালাঝারি, রামনগর, পঞ্চরতন নারকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজের মোট ১৩৫০জন বেনিফিসিয়ারি তথা মৎস্যজীবীর হাতে এলোমিনিয়াম -এর হান্ডি পাতিল তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে হান্ডি পাতিল বিতরণ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন সাব -জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা। উক্ত অনুষ্ঠানে সাব -জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা বলেন বর্তমান তিপ্রামোথা নেতৃত্বাধীন এডিসি সরকার বিগত দিনগুলিতেও জাতি জনজাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের পাশে ছিল এখনো আছে আগামী দিনগুলিতেও থাকবে।সাব -জোনাল চেয়ারম্যান আরো জানান আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে।

খোয়াই নদীতে প্রায় ১,৮৪,০০০ মাছের পোনা মজুত

আগরতলা, ৩১ জুলাই: ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং "প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা" প্রকল্পের অধীনে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ২০২৫-২৩ অর্থবছরে খোয়াই নদীতে মাছের পোনা মজুত করা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাহাদুর সর্দার পাড়া এলাকার খোয়াই নদীতে এই পোনা ছাড়ার কাজ সম্পন্ন হয়।

মৎস্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নদীর প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং মাছচাষের সম্প্রসারণে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেলিয়ামুড়া মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক চম্পা পালের নেতৃত্বে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। পাশাপাশি এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বৈদ্যুতিক জলের (ইলেকট্রিক কারেন্ট) ব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। কারণ এই পদ্ধতি মাছের জীবনচক্রে মারাত্মক ক্ষতি করে এবং এটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ওয়াথারাই মলসুস, রশিদ মিয়া, গোপাল দাস সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নিজ হাতে খোয়াই নদীর জলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ছাড়েন এবং জানান, প্রায় ১,৮৪,০০০ মাছের পোনা এই প্রকল্পের আওতায় নদীতে ছাড়া হয়েছে।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "এই পোনা বড় হলে আমাদের জেলেরা মাছ ধরার মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ পাবে। এর মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।" তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের মৎস্য দপ্তর জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রকল্প নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং টেকসই মাছচাষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

দক্ষিণ জেলা আইনীসেবা কতৃপক্ষের উদ্যোগে পক্সো আইন সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ জুলাই:আজ দক্ষিণ জেলা আইনীসেবা কতৃপক্ষের উদ্যোগে একটি কর্মসূচি হয় বেতাগা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠিত আইনী সচেতনতা কর্মসূচিতে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ পক্সো আইন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আইনজীবী দিব্যেন্দু নাথ এবং মিত্ররুন দত্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকগন। আইনী স্বেচ্ছাসেবক সুরেশ চাকমা শিবির পরিচালনা করেন। আরেকটি কর্মসূচি হয় বিলোনিয়া পুর পরিষদের অন্তর্গত বিলোনীয়া সরকারি ইংরেজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠিত আইনী সচেতনতা কর্মসূচিতে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন-২০১২ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আইনজীবী দিব্যেন্দু সেন ও তাপস ঘোষ এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বরূপ সাহা। আইনী স্বেচ্ছাসেবক সত্যজিৎ গুহ ও সুরেশ চাকমা শিবির পরিচালনা করেন, অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas